আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

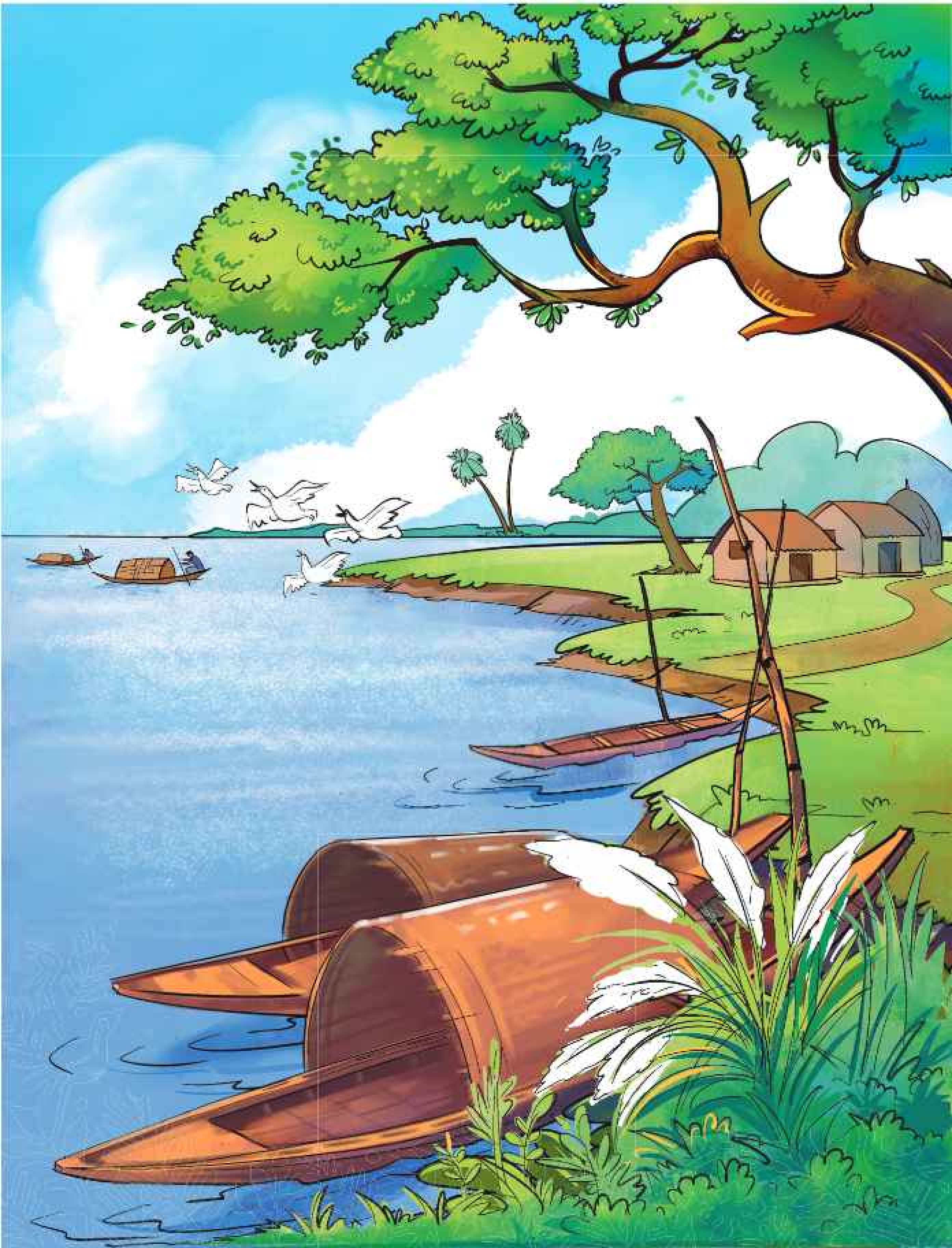

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে তৃতীয় শ্রেণির
পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ সংকলন ও রচনা

অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান

অধ্যাপক ড. সুমন সাজ্জাদ

অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর

মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ

মোঃ মাহমুদুল হাসান

খুরশীদা আক্তার জাহান

মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

সাজ্জাদ মজুমদার

মোঃ মহিদুল হাসান

জয়ন্ত সরকার জন

প্রথম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে প্রথম কয়েকটি পাঠে প্রথম শ্রেণিতে শেখা ভাষার ভিত্তিমূলক মৌলিক জ্ঞানের পুনর্পাঠ রাখা হয়েছে। একইভাবে তৃতীয় শ্রেণির বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু পাঠ পুনরায় রাখা হয়েছে। তিনটি পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে। পাঠের চরিত্রগুলোর কিছু নাম নতুন শ্রেণিতেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যাতে পরিচিত চরিত্রগুলোর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কাজটি সহজ হয়। আশা করা যায়, তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ভিত্তি মজবুত হবে এবং তা পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পাঠ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আমাদের কথা	১
২	আমাদের পরিবার ও আমাদের প্রতিবেশী	৩
৩	ময়লার বাক্স	৬
৪	আবার পড়ি কারচিহ্ন	১২
৫	আবার পড়ি ফলাচিহ্ন	১৫
৬	দেখে বুঝে কাজ করি	১৯
৭	ঘাসফড়িং আর পিঁপড়ার গল্প	২০
৮	আমি হব	২৩
৯	ব্যাঙের সাজা	২৬
১০	বাক্য পড়ি ও লিখি	৩১
১১	আনন্দের দিন	৩২
১২	বালুচরে একদিন	৩৭
১৩	আমাদের গ্রাম	৪২
১৪	নদীর দেশ	৪৫
১৫	হারজিতের গল্প	৪৯
১৬	হাসি	৫৫
১৭	আমাদের উৎসব	৫৮
১৮	রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই	৬২
১৯	আজিকার শিশু	৬৫
২০	ঢাকাই মসলিন	৬৯
২১	হজরত আবু বকর (রা)	৭২
২২	আমার পণ	৭৬
২৩	মানব জয়ের গল্প	৮০
২৪	তালগাছ	৮৩
২৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা	৮৭
২৬	আদর্শ ছেলে	৯০
২৭	মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ	৯৩
২৮	নিজের মতো লিখি	৯৬
২৯	প্রতিযোগিতায় নাম লিখি	৯৮
	শব্দ শিখি	১০০

পাঠ ১

আমাদের কথা

আজ স্কুলের প্রথম দিন। নতুন ক্লাসে উঠেছি সবাই। তাই অনেক ভালো লাগছে।

আমার নাম রাজু। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার সাথে আমার বন্ধুরাও আছে। তিথি, মিতু, ঝিমিত এবং আরও অনেক বন্ধু।

এই যে দেখো, আমার হাতে বাংলা বই। নতুন বই পড়তে অনেক মজা। আমরা বই পড়ব আর মজা করব।

বন্ধুদের কথা

তিথি : ঝিমিত, তুমি কেমন আছো?

ঝিমিত : ভালো আছি। তুমি?

তিথি : আমিও ভালো আছি। মিতু কোথায়? ওকে দেখছি না।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ঝিমিত : ওই যে মিতু! মিতু, এদিকে এসো।

মিতু : তোমরা কেমন আছো?

তিথি : আমরা ভালো আছি। আমি তোমাদের জন্য একটা জিনিস এনেছি।

মিতু : কী জিনিস?

তিথি : চকলেট এনেছি।

মিতু : চকলেট? দারুণ তো!

ঝিমিত : নাও, সবাই মিলে খাই।

মিতু : তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।

তিথি : তোমাকেও ধন্যবাদ।

অনুশীলনী

১। খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

ভালো	তুমি	বন্ধু	ধন্যবাদ	তৃতীয়

(ক) আমি .... শ্রেণিতে পড়ি।

(খ) আমার অনেক .... আছে।

(গ) বই পড়তে .... লাগে।

(ঘ) .... কেমন আছো?

(ঙ) তোমাকে .... জানাই।

পাঠ ২

আমাদের পরিবার ও আমাদের প্রতিবেশী

আমি রাজু। আমরা এক ভাই, এক বোন।

আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বোন তুলি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। আমরা একসাথে স্কুলে যাই।

আমার বাবা একজন কৃষক। তিনি কৃষিকাজ করেন। মাঠে নানা রকম ফসল ফলান।

আমাদের একটা হাঁস-মুরগির খামার আছে। সেটি আমার মা দেখাশোনা করেন।

মিতু আমাদের প্রতিবেশী। মিতুরা দুই বোন। মিতুর বড়ো বোন হাইস্কুলে পড়েন। তিনি আমাদের খুব আদর করেন। বড়ো হয়ে আমি সেই স্কুলে পড়ব।

মিতুর বাবার একটি বইয়ের দোকান আছে। দোকানের নাম পুবালি লাইব্রেরি। সেখানে মজার মজার বই পাওয়া যায়।

মিতুর মা হাসপাতালে কাজ করেন। তিনি একজন নার্স। গ্রামের মানুষের অসুখ হলে তিনি সাহায্য করেন।

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন পেশার আরও অনেক মানুষ আছে। সবাই আমরা মিলেমিশে থাকি।

অনুশীলনী

১। শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি ও অর্থ বলি।

পঞ্চম ফসল খামার প্রতিবেশী নার্স পেশা

২। খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

ফসল	খামার	মিলেমিশে	পঞ্চম	পেশা

(ক) দুই বছর পর আমি .... শ্রেণিতে উঠব।

(খ) তার গরুর .... আছে।

(গ) কৃষক মাঠে .... ফলান।

(ঘ) আমার বাবার .... কৃষি।

(ঙ) আমরা সবাই .... থাকি।

৩। বলি ও লিখি।

(ক) রাজুর বাবা কী করেন?

(খ) হাঁস-মুরগির খামার কে দেখাশোনা করেন?

(গ) মিতুর মা কোথায় কাজ করেন?

(ঘ) তিনটি পেশার নাম লেখো।

৪। আমি বড়ো হয়ে কী হতে চাই তা বলি।

পাঠ ৩

ময়লার বাক্স

বুঝলে হারুন, এ আমার নাতনি। বেড়াতে এসেছে।
কী নাম তোমার?
আমার নাম রেবা।
রেবা, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?
আপাতত কিছু না।
আমাকে একটা কলা দিন তো!
গপ
গপ
গপ

কলার খোসায় কেউ আছাড় খেতে পারে...
হারুন মামা, আমাকে এক প্যাকেট বিস্কুট দাও।
কুট কুট কুট
সবাই দেখি যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলছে।

হারুন মামা, আপনি কি দুইটা বাক্স দিতে পারেন?
কেমন বাক্স?
কাগজের বড়ো বাক্স। আর একটা লেখার কলম লাগবে।
কলার খোসা

এই বাক্সে কলার খোসা ফেলতে হবে। আর এই বাক্সে অন্য ময়লা ফেলতে হবে।
অন্য ময়লা
কলার খোসা
আমাকে একটা কলা দাও, হারুন চাচা।
খোসা ওই বাক্সে ফেলো, খুকি। ওটা ময়লা ফেলার বাক্স।
বাক্স! ময়লা ফেলার বাক্স!
অন্য ময়লা
কলার খোসা

একটা বুদ্ধি পেয়েছি।
অন্য ময়লা
কলার খোসা
খানিক পর ...
খাও।
দারুণ কাজ হয়েছে। আমার দোকানের সামনে আর নোংরা হবে না।

অনুশীলনী

১. মিল করি এবং বাক্য লিখি।

যেখানে সেখানে থুথু	লিখব না।
রাস্তার একপাশ দিয়ে	ঝুড়িতে ফেলব।
বেঞ্চে বা টেবিলে	ফেলব না।
পেনসিল কাটার ময়লা	খাব।
ফল ধুয়ে	হাঁটব।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(ঘ) ....

(ঙ) ....

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৪

আবার পড়ি কারচিহ্ন

কারচিহ্ন দেখি।

া	ি	ী	ু	ূ
ৃ	ে	ৈ	ো	ৌ

নিচের বর্ণগুলোর সাথে কারচিহ্ন যোগ করে শব্দ বানাই।

ক	জ	ত	প	ম

ক

জ

ত

প

ম

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শব্দ পড়ি ও লিখি।

কৃষি	তৃণ	কৃষক	মসৃণ
মেঘ	ছেলে	মেয়ে	সেপাই
শৈবাল	তৈরি	বৈশাখ	শৈশব
ভোর	মোরগ	খোকন	ঠোঁট
সৌরজগৎ	পৌষ	মৌমাছি	নৌকা

অনুশীলনী

১। বর্ণ সাজিয়ে শব্দ লিখি।

সাখো	নিসজি	টলেকচ
....	....	....
আমকীল	রজামন	থিবীপৃ
....	....	....
কদৈনি	টাকৌ	খাদেনাশো
....	....	....

পাঠ ৫

আবার পড়ি ফলাচিহ্ন

ব-ফলা	্ব

দ্ব	স্ব	শ্ব

পড়ি

আমি খেলায় দ্বিতীয় হয়েছি।	দ্বিতীয়	দ্ব
বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ।	স্বাধীন	স্ব
বিশ্বে নানা রকম মানুষ বাস করে।	বিশ্ব	শ্ব

পড়ি ও লিখি

দ্বিতীয়	স্বাধীন	বিশ্ব

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ম-ফলা	◌্ম

স্ম দ্ম ত্ম

পড়ি

আমরা শহিদদের স্মরণ করি।	স্মরণ	স্ম
দিঘির জলে পদ্ম ফুটেছে।	পদ্ম	দ্ম
আত্মীয় এসেছে। বসতে দাও।	আত্মীয়	ত্ম

পড়ি ও লিখি

স্মরণ পদ্ম আত্মীয়

য-ফলা	্য

ব্য ন্য য্য

পড়ি

আয় বুঝে ব্যয় করি।	ব্যয়	ব্য
তোমাকে ধন্যবাদ।	ধন্যবাদ	ন্য
অপরকে সাহায্য করি।	সাহায্য	য্য

পড়ি ও লিখি

ব্যয় ধন্যবাদ সাহায্য

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

র-ফলা	্র

গ্র	প্র	ব্র

পড়ি

পৃথিবী একটি গ্রহ।	গ্রহ	গ্র
প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকি।	প্রতিবেশী	প্র
তীব্র শীত পড়েছে।	তীব্র	ব্র

পড়ি ও লিখি

গ্রহ	প্রতিবেশী	তীব্র

পাঠ ৬

দেখে বুঝে কাজ করি

থামি।

সামনে রেলক্রসিং। সাবধানে যাই।

রিকশা চলা নিষেধ।

সামনে হাসপাতাল।

হর্ন বাজানো নিষেধ।

পথচারী পারাপার।

সিগন্যাল বাতি দেখে রাস্তা পার হই।

এখানে ময়লা ফেলি।

টয়লেট ব্যবহার করি।

হাত ধুই। পরিচ্ছন্ন থাকি।

পাঠ ৭

ঘাসফড়িং আর পিঁপড়ার গল্প

শরতের এক দুপুর। চারপাশে রোদ ঝলমল করছে। তখন একটি ঘাসফড়িং ঘাসের উপর তিড়িং বিড়িং করে খেলা করছিল।

ঘাসফড়িংটি দেখতে পেল, একটি পিঁপড়া রোদের মধ্যে বড়ো একটা বোঝা টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সে পিঁপড়াকে জিজ্ঞাসা করল, কী সুন্দর দুপুর! আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। এমন সময় কী করছ তুমি? এসো, আমরা খেলা করি।

পিঁপড়া বলল, না ভাই, আমার অনেক কাজ।

ঘাসফড়িং বলল, কী কাজ তোমার?

পিঁপড়া বলল, শীঘ্রই শীতকাল এসে যাবে। আমি তখন ঘর থেকে বের হতে পারব না। তাই গরমকাল থাকতেই খাবার সঞ্চয় করছি।

ঘাসফড়িং হেসে বলল, শীতকাল আসতে এখনো অনেকদিন বাকি আছে। এসো, আমরা খেলা করি।

পিঁপড়া বলল, না ভাই, তুমি তোমার কাজ করো, আর আমি আমার কাজ করি।

ঘাসফড়িং ভাবল, পিঁপড়াটা খুব বোকা। এই ভেবে সে একা একাই তিড়িং বিড়িং করে খেলা করতে লাগল।

দেখতে দেখতে শীতকাল এসে গেল। সূর্যের তাপ কমে গেল। চারপাশ কুয়াশায় ভরে গেল। তখন ঘাসফড়িং আর খাবার খুঁজে পায় না। খেলতেও পারে না।

তখন সে পিঁপড়ার বাসায় গিয়ে বলল, পিঁপড়া ভাই, পিঁপড়া ভাই, আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আমাকে একটু খাবার দেবে?

পিঁপড়া বলল, আমি আমার খাবার সঞ্চয় করেছি, তোমার খাবার তো সঞ্চয় করিনি। তুমি গরমকালে খাবার সঞ্চয় করোনি কেন?

ঘাসফড়িং বলল, আমি তো তখন খেলা করেছি আর গান গেয়ে বেড়িয়েছি।

পিঁপড়া বলল, এখন তবে নেচে বেড়াও। সময়ের কাজ সময়ে না করলে কষ্ট তো তোমাকে পেতেই হবে।

শব্দ শিখি

শরৎকাল – ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে যে ঋতু

শীতকাল – পৌষ ও মাঘ মাস মিলে যে ঋতু

সঞ্চয় – জমা

অনুশীলনী

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও একটি করে নতুন শব্দ বানাই।

জিজ্ঞাসা	জ্ঞ	=	জ+ঞ	______________
ক্ষুধা	ক্ষ	=	ক+ষ	______________
সঞ্চয়	ঞ্চ	=	ঞ+চ	______________
কষ্ট	ষ্ট	=	ষ+ট	______________

২। বাক্যগুলো এলোমেলো আছে। সাজিয়ে লিখি।

সূর্যের তাপ কমে গেল। খেলতেও পারে না। ঘাসফড়িং আর খাবার খুঁজে পায় না। চারপাশ কুয়াশায় ভরে গেল। দেখতে দেখতে শীতকাল এসে গেল।

____

____

____

____

____

৩। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) পিঁপড়া রোদের মধ্যে কী করছিল?

(খ) ঘাসফড়িং কী করছিল?

(গ) ঘাসফড়িং কেন পিঁপড়ার বাসায় গেল?

(ঘ) কে বোকা—পিঁপড়া, নাকি ঘাসফড়িং?

পাঠ ৮

আমি হব

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হব সকাল বেলার পাখি।
সবার আগে কুসুম-বাগে
উঠব আমি ডাকি।
সুয্যি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন' –
মা বলবেন রেগে!
বলব আমি, 'আলসে মেয়ে!
ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল – তাই বলে কি
সকাল হবে না কো!
আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা
রাত পোহাবে তবে!'

(অংশবিশেষ)

শব্দ শিখি

কুসুম-বাগ – ফুলবাগান

সুয্যি – সূর্য

আলসে – অলস

রাত পোহানো – রাত শেষ হওয়া

অনুশীলনী

১। খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

বেলা	অলস	রাত	রাগ

(ক) ভুল করলে .... করতে নেই।

(খ) .... হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ো।

(গ) আজ ঘুম থেকে উঠতে .... হয়ে গেল।

(ঘ) .... হলে উন্নতি করা যায় না।

২। কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি।

আমি হব ____________ বেলার পাখি।

সবার আগে ____________ উঠব আমি ডাকি।

____________ মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,

'হয়নি সকাল, ____________ এখন' – মা বলবেন রেগে!

৩। কবিতাটি না দেখে বলি ও লিখি।

৪। কাজ বোঝায় এমন শব্দ আলাদা করি।

আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি।	ওঠা
আমরা ভাত খাই।	
তুমি একটা কবিতা বলো।	
তোমরা মাঠে বল খেলছো।	
সে বই পড়ছে।	
তারা স্কুলে গিয়েছে।	

৫। বলি ও লিখি।

(ক) খোকা কী হতে চায়?

(খ) কার জাগার আগে খোকা জেগে উঠতে চায়?

(গ) খোকা কাকে 'আলসে মেয়ে' বলেছে?

(ঘ) তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো?

৬। ঘুম থেকে উঠে যা যা করি, বলি ও লিখি।

পাঠ ৯

ব্যাঙের সাজা

একবার বনে খুব অশান্তি শুরু হলো।

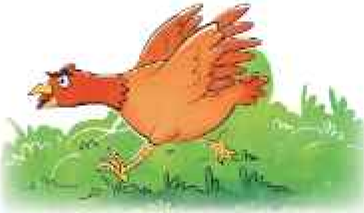

এক পিঁপড়া পিলপিল করে গেল রাজার দরবারে। গিয়ে বলল, রাজা মশাই বিচার করুন। মুরগি আমার বাসা ভেঙে ফেলেছে।

রাজা সিপাইদের ডেকে বললেন, যাও, মুরগিকে ধরে নিয়ে এসো।

মুরগিকে নিয়ে আসা হলো। সে কককক করে বলল, সাপ আমার ডিম ভেঙে ফেলেছে। সাপকে ধরতে গিয়ে পিঁপড়ার বাসা ভেঙেছে। আগে সাপের বিচার করুন রাজা মশাই।

সিপাইরা সাপকে ধরে আনল। সাপের লেজ থেকে রক্ত ঝরছে। সে বলল, হরিণ খুর দিয়ে আমার লেজে আঘাত দিয়েছে। আমি পালাতে গিয়ে মুরগির ডিম ভেঙেছি। হরিণের বিচার করুন, রাজা মশাই।

সিপাইরা গিয়ে হরিণকে ধরে আনল। হরিণের চোখে ভয়। সে বলল, সারস পাখির দোষ। সে হঠাৎ ডানা ঝাপটেছিল। আমি ভয়ে দৌড় দিয়েছিলাম। তাই দেখতে পাইনি। সাপের লেজে পা লেগেছে।

রাজা বললেন, সারস পাখিকে ধরে নিয়ে এসো।

সিপাইরা সারস পাখিকে নিয়ে এলো। সারস বলল, বুলবুলি আমার মুখে ঢুকে পড়েছিল। তাই আমি গলা পরিষ্কার করতে খকখক করেছিলাম। আর ডানা ঝাপটে উঠেছিলাম। বুলবুলির বিচার করুন, রাজা মশাই।

রাজার আদেশে সিপাইরা বুলবুলিকে নিয়ে এলো। বুলবুলি বলল, আগে আমার কথা শুনুন, রাজা মশাই। ব্যাঙের মুখে শুনেছিলাম রাতে ঝড় হবে। শুনে আমি বাঁচার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম। গর্ত মনে করে সারসের মুখে ঢুকে পড়েছিলাম। ব্যাঙ মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে। রাতে ঝড় হয়নি। তাই ব্যাঙের বিচার করুন, রাজা মশাই।

রাজার সিপাইরা ব্যাঙটাকে ধরতে গেল। ব্যাঙ গাছের নিচের গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল। কিন্তু লুকালে কী হবে, ব্যাঙের ঠ্যাং ঠিকই দেখা যাচ্ছিল। রাজার সিপাইরা ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে টান দিল – হেঁইও, হেঁইও –

ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে চ্যাংদোলা করে আনা হলো। রাজা বললেন, ব্যাঙ, তুমি মিথ্যা বলেছিলে কেন?

ব্যাঙ বলল, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, রাজা মশাই। চায়ের দোকানে শুনলাম লোকেরা বলছে, রাতে ঝড় হবে। আমি সে কথাই বুলবুলিকে বলেছিলাম।

রাজা বললেন, তুমি শহরের গুজব এনে বনে রটিয়েছ। বনের শান্তি নষ্ট করেছ। গুজব রটানোর জন্য তোমার শাস্তি হবে।

রাজার সিপাইরা ব্যাঙটাকে কাঁঠাল গাছের তলায় নিয়ে গেল। চাবুক মারতে লাগল। কিন্তু বারবার চাবুক গিয়ে লাগল কাঁঠাল গাছের ডালে। সেই কাঁঠাল গাছের কষ গড়িয়ে পড়ল ব্যাঙের গায়ে।

তারপর থেকে ব্যাঙের গায়ে দাগ হয়ে গেল।

শব্দ শিখি

রাজার দরবার	– রাজা যেখানে সভা করেন
সিপাই	– সৈনিক
গুজব	– মিথ্যা তথ্য
রটানো	– ছড়ানো
চাবুক	– মারার জন্য যে লাঠির মাথায় দড়ি থাকে

অনুশীলনী

১। শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দরবার সিপাই গুজব চাবুক রটানো

২। খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

দরবার	সিপাই	গুজব	চাবুক	রটানো

(ক) দুজন .... পাহারা দিচ্ছে।

(খ) রাজার আদেশে সবাই .... হাজির হয়েছে।

(গ) .... কান দিও না।

(ঘ) ঘোড়া চালাতে .... প্রয়োজন হয়।

(ঙ) খবরটা সত্যি। কিন্তু মিথ্যা বলে .... হয়েছে।

৩। কোনটি সঠিক বাছাই করে বলি ও লিখি।

প্রশ্ন বোঝায় এমন বাক্যের শেষে বসে –

ক) , খ) ।

গ) ? ঘ) –

পিঁপড়া পিলপিল করে গেল –

ক) শহরের কাছে খ) মাটির গর্তে

গ) কাঁঠাল গাছের তলায় ঘ) রাজার দরবারে

লেজ থেকে রক্ত ঝরছে –

ক) হরিণের খ) সাপের

গ) বুলবুলির ঘ) মুরগির

ব্যাঙ বেড়াতে গিয়েছিল –

ক) মুরগির বাড়িতে খ) গর্তে

গ) গ্রামে ঘ) শহরে

৪। বলি ও লিখি।

(ক) পিঁপড়া রাজার দরবারে গেল কেন?

(খ) কে মুরগির ডিম ভেঙেছিল?

(গ) বুলবুলি কোথায় ঢুকে পড়েছিল?

(ঘ) কীভাবে ব্যাঙের গায়ে দাগ হলো?

৫। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশে বসাই।

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ	কক কক	পিলপিল	হেঁইও

পিঁপড়া –

মুরগি –

ব্যাঙ –

টানতে টানতে বলা –

৬। ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখি।

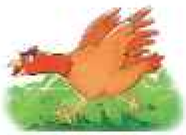

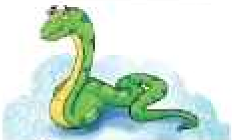

বাক্য পড়ি ও লিখি

পড়ি

মামা	মামা, আপনি কেমন আছেন?
চাচি	চাচি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।
বন্ধু	বন্ধু, তোমার বাড়ি কোথায়?

লিখি

আপা	আপা, আমি আসতে পারি?
স্যার	
ফুফু	

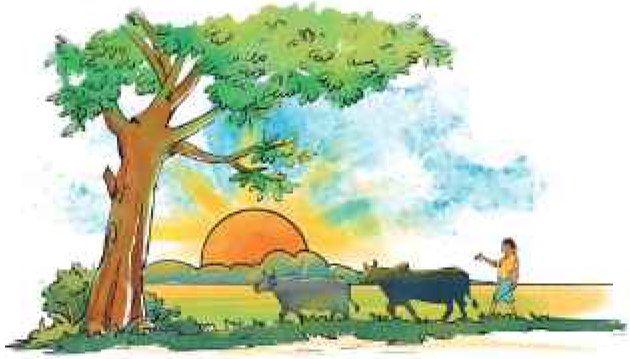

পড়ি

কী	কী সুন্দর সকাল!
বাহ্	বাহ্! দারুণ খেলেছ।
আহা	আহা, ব্যথা পেলে বুঝি!

লিখি

কী	কী দারুণ বৃষ্টি!
বাহ্	
আহা	

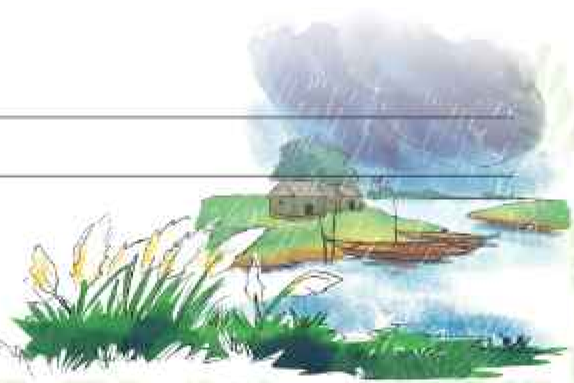

পাঠ ১১

আনন্দের দিন

ঘণ্টা বাজতেই ক্লাসে এলেন আপা। বললেন, তোমাদের জন্য আনন্দের খবর আছে। আমরা স্কুল থেকে ঘুরতে যাব। ক্লাসের সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল।

আপা বললেন, আমরা তাহলে কোথায় যেতে পারি?

তপু বলল, আমরা জাদুঘরে যেতে পারি। রাজু বলল, শিশুপার্কে যেতে পারি। তুলি বলল, আমরা লালবাগ কেল্লায় যেতে পারি।

আপা অন্যদের মতামতও জানতে চাইলেন। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী লালবাগ কেল্লায় যেতে চাইল। ঠিক হলো পরের শনিবারে যাওয়া হবে। মিলি বলল, আপা, আমি তো যেতে পারব না! আমি ঠিকমতো হাঁটতে পারি না।

আপা বলার আগে তুলি বলল, তাতে কী হয়েছে! আমরা তো আছি। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

আপা সবার মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। তারপর বললেন, সকাল দশটার মধ্যে সবাই চলে আসবে। স্কুলের পোশাক পরে আসতে হবে। সঙ্গে পানি, কলম ও নোটবুক নিয়ে এসো।

শনিবার সকালে সবাই স্কুলের মাঠে জড়ো হলো। সবার মনে আনন্দ। আজ ঘুরতে যাবে। সারি বেঁধে একে একে সবাই গাড়িতে উঠল। আপা রাজুকে সবার নাম লিখে রাখতে বললেন। তুলি গাড়িতে উঠল মিলিকে নিয়ে। অন্যরাও সাহায্য করল।

গাড়ি ছাড়ল। গাড়িতে সবাই অনেক আনন্দ করল। এক সময়ে গাড়ি লালবাগ কেল্লায় পৌঁছে গেল। আপা সবাইকে ধীরে ধীরে নামতে বললেন।

আপা ঘুরে ঘুরে কেল্লার সব কিছু দেখাতে লাগলেন। সবাই নোটবুকে লিখতে লাগল:

মূল ফটক
ফুলের বাগান
পরিবিবির মাজার
তিন গম্বুজ মসজিদ
টিলা
পুকুর
দরবার হল
জাদুঘর
প্রাচীন আমলের পোশাক
প্রাচীন আমলের অস্ত্র
প্রাচীন আমলের মুদ্রা

লালবাগ কেল্লা দেখা শেষ হলো। আপা সবাইকে নিয়ে কেল্লার মাঠে গোল হয়ে বসলেন। বললেন, কেমন লাগল?

সবাই একসাথে বলল, খুব ভালো।

আপা বললেন, কে আমাদের গান শোনাবে?

মিতু ও রাজু গান গেয়ে শোনাল।

এবার ফিরে যাওয়ার পালা। সবাই সারি বেঁধে গাড়িতে উঠল। রাজু তালিকা দেখে সবার নাম মিলিয়ে নিল। গাড়ি আবার রওনা হলো।

দিনটি খুব আনন্দে কাটল।

শব্দ শিখি

জাদুঘর	–	যেখানে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়
শিশুপার্ক	–	শিশুদের খেলার ও ঘোরার জায়গা
কেল্লা	–	দুর্গ, যা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বানানো হয়
দায়িত্ব	–	কাজ
নোটবুক	–	লেখার ছোটো খাতা
ফটক	–	সদর দরজা
মাজার	–	বিশেষ ব্যক্তির কবর
গম্বুজ	–	গোলাকার ছাদ
টিলা	–	উঁচু জায়গা
প্রাচীন	–	পুরাতন
পয়সা	–	ধাতুর তৈরি মুদ্রা

অনুশীলনী

১। বাক্য লিখি।

মতামত ____________________

জাদুঘর ____________________

নোটবুক ____________________

প্রাচীন ____________________

তালিকা ____________________

২। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি এবং নতুন শব্দ বানাই।

কেল্লা ল্ল = ল + ল ____________________

ঘণ্টা ণ্ট = ণ + ট ____________________

গম্বুজ ম্ব = ম + ব ____________________

আনন্দ ন্দ = ন + দ ____________________

ক্লাস ক্ল = ক + ল ____________________

দায়িত্ব ত্ব = ত + ব ____________________

মুদ্রা দ্র = দ + র ____________________

৩। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) ক্লাসের সবাই হৈ হৈ করে উঠল কেন?

(খ) সবাই মিলে কোথায় যাবে ঠিক করল?

(গ) আপা কী কী জিনিস সাথে নিতে বললেন?

(ঘ) রাজুকে সবার নাম লিখে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হলো কেন?

(ঙ) কাকে সবার নাম লিখে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল?

৪। বিভিন্ন ধরনের বাক্য পড়ি।

আমাকে একটু পানি দাও।	অনুরোধ বাক্য
সবাই খাতা বের করো।	আদেশ বাক্য
ফুল ছিঁড় না।	নির্দেশ বাক্য
মানুষকে সাহায্য করবে।	উপদেশ বাক্য

৫। সবাই মিলে ঘুরতে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা তৈরি করি।

কোথায় যাব? ....

কবে যাব? ....

কে কে যাব? ....

কীভাবে যাব? ....

কী কী করব? ....

কখন যাব? ....

কখন ফিরব? ....

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১২

বালুচরে একদিন

ঢাকা থেকে অনেক দূরে ছোট্ট একটা গ্রাম। নাম তার অচিনপুর। সেই গ্রামে তিথিদের বাড়ি। গ্রীষ্মের ছুটিতে ওরা বাড়িতে বেড়াতে আসে। এবারও ওরা বেড়াতে এসেছে।

গ্রামে এলে তিথি মন ভরে প্রকৃতি দেখে। সবুজ সুন্দর এই গ্রামে আছে কত গাছ! কত পাখি উড়ে যায় আকাশের পথে! সুপারি গাছের সারির মধ্য দিয়ে উঁকি দেয় সকালের সূর্য।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী। নাদের চাচা বলেছেন, নদীর চরে পাখিদের মেলা বসে। তিনি একজন জেলে। মাছ ধরতে চলে যান একেবারে মাঝনদীতে। ওখানেই তিনি দেখেছেন শত শত পাখি।

নৌকার মাঝি গণেশ কাকা বলেছেন, পাখিরা মাছ ধরে। সাদা বকগুলো চুপ করে বসে থাকে। মাছ দেখলেই খপ করে ধরে। তিথি এসব গল্প শোনে। মনে মনে ভাবে, আহা, যদি আমিও যেতে পারতাম! গণেশ কাকা বলেছেন, একদিন আমাকে নিয়ে যাবেন।

এক সকালে গণেশ কাকা সত্যিই নৌকা নিয়ে হাজির। বাবা বললেন, চলো, ঘুরে আসি।

নদীর তীর ধরে নৌকা চলছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মসজিদের মিনার। দেখা যাচ্ছে গ্রামের বাজার, বটতলা, মাঠ, মন্দির।

একটু পেরুতেই চোখে পড়ল কুমারপাড়া। নৌকায় উঠলেন বাবার বন্ধু মধু পাল। তিনি মাটি দিয়ে শখের হাঁড়ি বানান। রঙিন হাঁড়িগুলো দেখতে খুব সুন্দর। মধু কাকা তিথিকে দুটি রঙিন হাঁড়ি দিলেন। বললেন, বাসায় সাজিয়ে রেখো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

আরেকটু এগুতেই তীর থেকে ডাক দিলেন হামিদ চাচা। তিনি গ্রামের স্কুলের শিক্ষক। গণেশ কাকা নৌকা থামালেন। বাবা হামিদ চাচাকে বললেন, চলো, বেড়িয়ে আসি। হামিদ চাচা নৌকায় উঠতে উঠতে বললেন, চলো যাই। ঝড়-বাদলের দিন, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

নৌকা আবার চলতে শুরু করল। তিথি দেখল, টলটল করছে নদীর জল। ভয়ে ভয়ে সে নদীর জলে হাত দিলো। কী শীতল!

অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল নদীর চরে। সুন্দর এক দ্বীপের মতো বালুচর। চরের চারদিকে কাঁটাঝোপ, ঘাস আর কাশবন। খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে শালিক। ঘাড় বাঁকা করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা বক। নলখাগড়ার ঝোপে চুপচাপ বসে আছে মাছরাঙা। হঠাৎ পুবদিক থেকে উড়ে এলো এক ঝাঁক পাখি। গণেশ কাকা বললেন, ওই দেখো গাঙচিল। তিথি চিৎকার করে উঠল, বাবা, কী সুন্দর!

চরের পশ্চিম দিক থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে। আরে আরে! এতো দেখি নাদের চাচা। তাঁর ঝুড়ি ভরতি মাছ। পাবদা, পুঁটি আর একটা মাঝারি আকারের বোয়াল। তাজা মাছগুলো এখনো নড়ছে। তিথি অবাক হয়ে মাছ দেখল। নাদের চাচা সবাইকে দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন।

গণেশ কাকা বললেন, ফিরতে হবে। হামিদ চাচা আকাশের দিকে তাকালেন। তিথি দেখল উত্তর-পূর্ব আকাশে মেঘ জমেছে। নদীর বুকে ঠান্ডা বাতাস বইছে। সবাই নৌকায় উঠে পড়ল।

গণেশ কাকা দ্রুত বৈঠা চালালেন। নাদের চাচা তুলে নিলেন আরেকটি বৈঠা। দুজনে নৌকা বেয়ে ছুটে চললেন গ্রামের দিকে। তীরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই শুরু হলো ঝড়। তিথি ভাবতে লাগল, পাখিগুলো এখন কী করছে!

শব্দ শিখি

উঁকি দেওয়া – আড়াল থেকে দেখা
মিনার – দালানের উঁচু চূড়া
বাদল – বৃষ্টি
চর – নদীতে তৈরি হওয়া বালুময় ভূমি
নলখাগড়া – নলের মতো লম্বা ঘাস

অনুশীলনী

১। শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি ও শব্দের অর্থ বলি।

উঁকি দেওয়া   মিনার   বাদল   চর   নলখাগড়া

২। শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি।

মিনার	ঝাঁক	চর	টলটল

(ক) নদীর জল.......................... করছে।

(খ) মসজিদের .... থেকে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি।

(গ) পানি কমে যাওয়ায় নদীতে .... পড়েছে।

(ঘ) গাছের ডালে এক .... পাখি বসে আছে।

৩। ডান পাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি।

(ক) সুপারি গাছের সারির মধ্য দিয়ে উঁকি দেয় ____________।	নদীর পানি
(খ) নদীর চরে ____________ মেলা বসে।	সাদা বক
(গ) টলটল করছে ____________।	সকালের সূর্য
(ঘ) ঘাড় বাঁকা করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ____________।	পাখিদের

৪। বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
গ্রাম	শহর
সাদা	কালো
শীতল	উষ্ণ

শব্দ	বিপরীত শব্দ
পরিষ্কার	নোংরা
দূর	নিকট
অল্প	বেশি

৫। সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি।

তিথির গ্রামের নাম –

ক) মধুপুর খ) অচিনপুর

গ) শফিপুর ঘ) নাজিরপুর

নদীর চরে পাখিদের মেলা বসার কথা বললেন –

ক) গণেশ কাকা খ) হামিদ চাচা

গ) নাদের চাচা ঘ) মধু কাকা

মাটি দিয়ে শখের হাঁড়ি বানান –

ক) নাদের চাচা খ) হামিদ চাচা

গ) মধু কাকা ঘ) গণেশ কাকা

নলখাগড়ার ঝোপে চুপচাপ বসে আছে –

ক) মাছরাঙা খ) গাঙচিল

গ) শালিক ঘ) সাদা বক

যে ঘটনাটি আগের –

ক) পাখিরা আকাশে উড়ছে। খ) তোমাকে গল্প শোনাব।

গ) কে যেন এগিয়ে আসছে। ঘ) তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন।

৬। বুঝে নিই।

কুমারপাড়া – কুমারেরা যেখানে একসাথে বাস করে।

শখের হাঁড়ি – ছবি আঁকা রঙিন হাঁড়ি।

দ্বীপ – চারিদিকে পানি দিয়ে ঘেরা ভূখণ্ড।

৭। মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) গ্রামের প্রকৃতি তিথির কেমন লাগে?

(খ) নৌকায় করে তিথিরা কোথায় গেল?

(গ) নাদের চাচার ঝুড়িতে কী কী মাছ ছিল?

(ঘ) তিথি কেন পাখিদের জন্য ভাবছিল?

(ঙ) ঝড়ের সময় পাখিরা কী করে?

৮। বিরামচিহ্ন বসাই।

(ক) তিথি গ্রামে বেড়াতে এসেছে

(খ) কী ঠান্ডা হাওয়া

(গ) তিথি কোথায় থাকে

(ঘ) গণেশ কাকা বললেন ফিরতে হবে

পাঠ ১৩

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিঞা

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতা-মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

শিক্ষাবর্ষ ২০১৫

শব্দ শিখি

সেথা	–	সেখানে
কভু	–	কখনো
ডরি	–	ভয় পাই
কিরণ	–	আলো
আত্মীয়	–	আপনজন
রবি	–	সূর্য
বায়ু	–	বাতাস

অনুশীলনী

১। বাক্য লিখি।

পাঠশালা ________________

গুরুজন ________________

দিঘি ________________

মিলেমিশে ________________

বাঁশঝাড় ________________

২। কবিতাটি সুন্দর করে বলি ও দেখে দেখে লিখি।

৩। একই অর্থের শব্দ শিখি।

রবি	–	সূর্য, অরুণ
বায়ু	–	বাতাস, হাওয়া
কিরণ	–	আলো, প্রভা
ঘর	–	বাড়ি, গৃহ
পাঠশালা	–	বিদ্যালয়, স্কুল

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

৪। বলি ও লিখি।

(ক) গাঁয়ের ঘরগুলো কেমন?

(খ) পাড়ার সব ছেলে একসাথে কী কী করে?

(গ) জলভরা দিঘি ঝিকিমিকি করে কেন?

(ঘ) আত্মীয়ের মতো মিলেমিশে কারা আছে?

৫। সঠিক উত্তর বাছাই করে বলি ও লিখি।

কবি গ্রামকে তুলনা করেছেন –

ক) মায়ের সাথে　　খ) বাবার সাথে

গ) বোনের সাথে　　ঘ) ভাইয়ের সাথে

কখনো করব না –

ক) খেলাধুলা ও পড়াশোনা　　খ) শ্রদ্ধা ও সম্মান

গ) হিংসা ও মারামারি　　ঘ) আদর ও স্নেহ

সোনার রবি ওঠে –

ক) পূর্ব দিকে　　খ) পশ্চিম দিকে

গ) উত্তর দিকে　　ঘ) দক্ষিণ দিকে

৬। গ্রাম সম্পর্কে বলি ও লিখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১৪

নদীর দেশ

বাংলাদেশ নদীর দেশ। শত শত নদী আছে এই দেশে। জালের মতো জড়িয়ে আছে সেগুলো। সেগুলোর কত সুন্দর সুন্দর নাম।

মুখে আগুন নেই, কিন্তু নদীর নাম আগুনমুখা। আবার আরেকটার নাম দুধকুমার, যেন দুধের নদী। ধানের নামে মিলিয়ে নাম – ধানতারা, ধানসিঁড়ি। এগুলো ছোটো নদী। বড়ো বড়ো নদীও আছে – পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র।

সব নদী এক রকম নয়। কিছু নদী এঁকেবেঁকে চলে, কিছু চলে সোজাভাবে। কিছু নদী শান্ত, কিছু নদীর স্রোত বেশি।

ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের একটি বড়ো নদী। ব্রহ্মপুত্রের জন্ম হিমালয় পর্বতে। সেখান থেকে শুরু হয়ে অনেক পথ ঘুরে বাংলাদেশে ঢুকেছে।

হিমালয় থেকে জন্ম নিয়েছে এমন আরেক নদী পদ্মা। পদ্মা নদীর ইলিশ খুব বিখ্যাত। এই নদীতে ঘড়িয়াল দেখা যায়। ঘড়িয়াল দেখতে কুমিরের মতো, কিন্তু খুব নিরীহ। মানুষকে আক্রমণ করে না।

যমুনাও বড়ো নদী। এই নদীতে বাঘাইড় নামের বড়ো মাছ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের আরেক প্রধান নদী মেঘনা। মেঘনায় একসময়ে অনেক ডলফিন দেখা যেত। এই মেঘনা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

একটা মজার নদী আছে। নাম তার আত্রাই। বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। যেন শখ হয়েছে প্রতিবেশী দেশকে দেখে আসার। বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে এক নদী। তার নাম নাফ। ভারতের লুসাই পাহাড়ে জন্ম নিয়ে

বাংলাদেশে ঢুকেছে কর্ণফুলী। এই নদীটি বেশ খরস্রোতা।

বাংলাদেশের আরেকটি নদী হালদা। এই নদী মা-মাছের কাছে খুব প্রিয়। ডিম ছাড়ার জন্য মা-মাছ হালদা নদীতে আসে।

কিছু নদী বনের ভেতর দিয়ে গেছে। হরিণটানা, বলেশ্বর, নীলকমল এ রকম নদী। এসব নদী সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এসব নদীতে আছে কুমির, কাঁকড়া আর নানা প্রজাতির মাছ।

সাপের মতো পেঁচানো একটা নদী আছে। নাম তার সোমেশ্বরী। এই নদী বালুকণা বয়ে আনে। পিয়াইন আরেক নদী। পাহাড়ি ঢলের সময় সে ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে। ভেবে দেখো, ছোটো ছোটো নদীরও কী শক্তি!

দুঃখের কথা কি জানো? এত সুন্দর সুন্দর নদী! কিন্তু এদের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। আমরাই নদীতে পলিথিন আর ময়লা-আবর্জনা ফেলছি। নদীকে নোংরা করছি।

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ময়লায় কালো হয়ে গেছে। ওখানে মাছ নেই, ব্যবহারের উপযোগী পরিষ্কার পানি নেই।

আবার, মানুষ নদী ভরাট করে ফেলছে। উজানে বাঁধ দিচ্ছে। ফলে নদী মরে যাচ্ছে। কিন্তু নদী বাঁচলে নদীর মাছ আর অন্য জীব বাঁচবে। নদী বাঁচলে আমরা বাঁচব, বাংলাদেশ বাঁচবে।

শব্দ শিখি

স্রোত	–	পানির প্রবাহ
খরস্রোতা	–	অনেক স্রোত আছে যার
দূষিত	–	নষ্ট
ডলফিন	–	তিমি জাতীয় জলজ প্রাণী
বিখ্যাত	–	নামকরা
নিরীহ	–	শান্ত

অনুশীলনী

১। বাক্য তৈরি করি ও লিখি।

এঁকেবেঁকে ______________________

স্রোত ______________________

শান্ত ______________________

শখ ______________________

শক্তি ______________________

২। সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি।

ছোটো নদী –

ক) পদ্মা খ) মেঘনা

গ) ধানতারা ঘ) যমুনা

হিমালয় পর্বতে জন্ম –

ক) পদ্মা নদীর খ) কর্ণফুলী নদীর

গ) যমুনা নদীর ঘ) আত্রাই নদীর

বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে –

ক) কর্ণফুলী খ) নাফ

গ) পিয়াইন ঘ) বুড়িগঙ্গা

প্রতিবেশী দেশকে দেখার শখ –

ক) আত্রাই নদীর খ) যমুনা নদীর

গ) হালদা নদীর ঘ) ধলেশ্বরী নদীর

বর্ণগুলো সাজিয়ে লিখলেও শব্দ হবে না –

ক) লড়িয়াঘ খ) লমাহিয়

গ) বাড়ঘাই ঘ) নডফল

৩। মিল করে বাক্য লিখি।

(ক) হিমালয় থেকে যাত্রা শুরু করেছে	হালদা নদী
(খ) বঙ্গোপসাগরে মিশেছে	সোমেশ্বরী নদী
(গ) ভারতের লুসাই পাহাড় থেকে জন্ম	পিয়াইন নদী
(ঘ) মা-মাছেরা ডিম ছাড়ার জন্য আসে	পদ্মা নদী
(ঙ) সাপের মতো পেঁচিয়ে চলেছে	মেঘনা নদী
(চ) ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে	কর্ণফুলী নদী

(ক) ____________________

(খ) ____________________

(গ) ____________________

(ঘ) ____________________

(ঙ) ____________________

(চ) ____________________

৪। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) কোন নদীর ইলিশ বিখ্যাত?

(খ) হরিণটানা নদী কোন বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে?

(গ) বুড়িগঙ্গা নদীর পানি কালো হয়ে গেছে কেন?

(ঘ) কী কারণে নদীর পানি দূষিত হয়?

(ঙ) নদী মরে যাচ্ছে কেন?

৫। তিনটি বড়ো নদীর ও তিনটি ছোটো নদীর নাম লিখি।

৬। একটি নদীর ছবি আঁকি।

পাঠ ১৫

হারজিতের গল্প

স্যার, আসতে পারি?

নোমান স্যার দেখলেন দরজায় একটা ছেলে। সে ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্যার বললেন, এসো।

ছেলেটা এগিয়ে এলো। বলল, আমার নাম রাশেদ। নতুন ভর্তি হয়েছি।

নোমান স্যার জানতেন রাশেদ আসবে। ভর্তির দিন তিনি রাশেদকে দেখেছিলেন। দুটি প্রশ্নও করেছিলেন তাকে। রাশেদ চটপট জবাব দিয়েছিল। স্যার বুঝেছিলেন ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। ক্লাসের সবার সঙ্গে নোমান স্যার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ওর নাম রাশেদ। ও তোমাদের সঙ্গেই পড়বে।

ক্লাসে সেদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়ে কথা হচ্ছিল। কেউ অংশ নেবে দৌড় প্রতিযোগিতায়। কারো পছন্দ দড়ি লাফ। নোমান স্যার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করবে? রাশেদ বলল, অঙ্ক দৌড় ও মোরগ লড়াই করব। ক্লাসের সবাই ভাবছিল, রাশেদ পারবে তো! নোমান স্যার বললেন, খুব ভালো লাগল রাশেদ।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

তিন দিন পরের কথা।

সেদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে মাঠ। সবার মনে আনন্দ। খানিকটা উৎকণ্ঠা। কোন খেলায় কে বিজয়ী হবে!

শুরু হলো অঙ্ক দৌড়। সবার আগে অঙ্ক করে দৌড়ে আসতে হবে। যে আসতে পারবে, সে-ই হবে বিজয়ী। ক্র্যাচে ভর দিয়ে রাশেদ দৌড় শুরু করল। ও খুব তাড়াতাড়ি অঙ্ক করতে পারে।

৯৫ থেকে ৬৭ বিয়োগ করতে হবে। রাশেদ লিখল ২৮। লিখেই ক্র্যাচ নিয়ে দৌড় দিল। তার সামনে রয়েছে দুই জন। পিছনে তাকিয়ে দেখল, একজন এগিয়ে আসছে। ততক্ষণে রাশেদ চলে এসেছে শেষ সীমানায়। চারদিকে হইচই পড়ে গেল। রাশেদ জিতেছে।

এবার মোরগ লড়াইয়ের পালা। রাশেদ ক্র্যাচ দুটো রেখে দিল এক পাশে। দুই হাত পিছনে রেখে প্রস্তুতি নিল সে। বাঁশিতে ফুঁ দিতেই এগিয়ে গেল সামনে। মোরগ লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে আট জন।

শুরুতে রাশেদ কোনো আক্রমণ করল না। আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল। লড়াই করতে করতে একে একে পড়ে গেল পাঁচ জন। বাকি রইল তিন জন – রাশেদ, রাজু আর ঝিমিত। ওই সময়ে রাজু এগিয়ে এলো রাশেদের দিকে। রাশেদ চট করে সরে গেল। রাজু পড়ে গেল ঘাসের উপর। খেলার উত্তেজনায় সবাই হইচই করতে লাগল। বাকি রইল ঝিমিত আর রাশেদ। রাশেদ ভাবল ঠান্ডা মাথায় খেলতে হবে।

ঝিমিত এগিয়ে আসছে। লাফিয়ে লাফিয়ে রাশেদও এগিয়ে যাচ্ছে। মুখোমুখি হতেই কাঁধ দিয়ে জোরে আঘাত করল ঝিমিত। রাশেদ সরে গেল। খেলা জমে উঠেছে। মাইকে খেলার ধারাবর্ণনা করছেন নোমান স্যার।

ঝিমিত আবারও আক্রমণ করল। রাশেদ কাঁধ দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করল। কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। মনোবল দৃঢ় করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। হঠাৎ দেখল তীব্রবেগে এগিয়ে আসছে ঝিমিত। আক্রমণের ভঙ্গিতে রাশেদও এগিয়ে গেল। কাঁধ দিয়ে হালকা আঘাত করে পথ ছেড়ে দিল। ভারসাম্য রাখতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ঝিমিত। বন্ধুরা সব চিৎকার করে উঠল, রাশেদ! রাশেদ!

বিকালে হেড স্যার বিজয়ীদের গলায় মেডেল পরিয়ে দিলেন। পুরস্কার হিসেবে হাতে তুলে দিলেন বই। তিনি বললেন, হারজিত বড়ো কথা নয়, খেলায় অংশগ্রহণই মূল বিষয়।

শব্দ শিখি

ক্রীড়া – খেলা
চটপট – তাড়াতাড়ি
উৎকণ্ঠা – উদ্বেগ
তীব্রবেগে – দ্রুত গতিতে
দৃঢ় – শক্ত
আক্রমণ - আঘাত, জয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়া

অনুশীলনী

১। শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি ও অর্থ বলি।

ক্রীড়া   চটপট   উৎকণ্ঠা   তীব্র বেগে   দৃঢ়

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

২। ছবি দেখি এবং খেলার নাম বলি।

৩। শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

চটপট	মেধাবী	হইচই	মাঠ	প্রতিযোগিতা

(ক) স্যার বুঝেছিলেন ছেলেটা অত্যন্ত ____________।

(খ) সেদিন ক্লাসে ক্রীড়া ____________ নিয়ে কথা হচ্ছিল।

(গ) রঙিন কাগজ দিয়ে ____________ সাজানো হয়েছে ।

(ঘ) খেলার উত্তেজনায় সবাই ____________করতে লাগল।

৪। বুঝে নিই।

চটপট – খুব তাড়াতাড়ি কিছু করা

হুড়মুড় – অনেক জিনিস একত্রে পড়ে যাবার শব্দ

ক্র্যাচ – হাঁটার সমস্যায় ব্যবহার করা যায় এমন লাঠি

ধারাবর্ণনা – কোনো কিছুর ধারাবাহিক বিবরণ

মেডেল – বিজয়ীদের দেওয়া হয় এমন পদক

৫। বাক্য লিখি।

তীব্রবেগে ______________________

মেধাবী ______________________

সীমানা ______________________

আঘাত ______________________

মেডেল ______________________

৬। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) নোমান স্যার কীভাবে বুঝলেন রাশেদ মেধাবী?

(খ) অঙ্ক দৌড় খেলার নিয়ম কী?

(গ) রাশেদ অঙ্ক দৌড়ে কত তম হয়েছিল?

(ঘ) মোরগ লড়াইয়ে তৃতীয় হয়েছিল কে?

(ঙ) খেলা শেষে হেড স্যার কী বললেন?

৭। সঠিক উত্তরটি বাছাই করি ও বলি।

ক্র্যাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এলো –

ক) জাফর
খ) রাশেদ
গ) রাজু
ঘ) ঝিমিত

রাশেদ যে যে খেলায় নাম দিয়েছিল –

ক) অঙ্ক দৌড় ও দীর্ঘ লাফ
খ) দীর্ঘ লাফ ও মোরগ লড়াই
গ) মোরগ লড়াই ও দৌড়
ঘ) অঙ্ক দৌড় ও মোরগ লড়াই

মাইকে খেলার ধারাবর্ণনা করছেন –

ক) রাশেদ স্যার খ) জাফর স্যার

গ) নোমান স্যার ঘ) হেড স্যার

হেড স্যার বিজয়ীদের হাতে তুলে দিলেন –

ক) ক্রেস্ট খ) মেডেল

গ) মালা ঘ) বই

মোরগ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল –

ক. সাত জন খ. আট জন

গ. পাঁচ জন ঘ. নয় জন

৮। ক্রমবাচক সংখ্যা বলি ও লিখি।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

৯। শব্দের খেলা খেলি।

খেলার নিয়মঃ প্রথম জন একটা শব্দ বলবে। ধরা যাক, সে বলল 'বই'।

দ্বিতীয় জন 'বই' শব্দটি বলবে এবং শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে আরেকটি শব্দ বলবে। সে বলবে – 'বই, ইট'।

তৃতীয় জন আগের দুটি শব্দ বলবে এবং দ্বিতীয় শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে আরেকটি শব্দ বলবে। সে বলবে – 'বই, ইট, টাকা'।

এভাবে চতুর্থ জন মোট চারটি শব্দ বলবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে। কেউ ধারাবাহিকভাবে বলতে না পারলে খেলা থেকে বাদ পড়বে। এভাবে একজন একজন করে বাদ পড়ার পর শেষ জন বিজয়ী হবে।

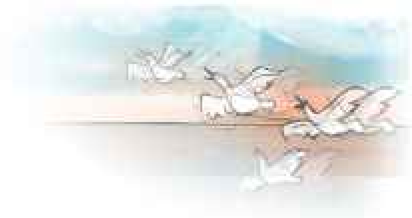

পাঠ ১৬

হাসি

রোকনুজ্জামান খান

হাসতে নাকি জানে না কেউ
কে বলেছে ভাই?
এই শোন না, কত হাসির
খবর বলে যাই।

খোকন হাসে ফোকলা দাঁতে
চাঁদ হাসে তার সাথে সাথে,
কাজল বিলে শাপলা হাসে
হাসে সবুজ ঘাস,
খলসে মাছের হাসি দেখে
হাসেন পাতিহাঁস।

টিয়ে হাসে রাঙা ঠোঁটে,
ফিঙের মুখেও হাসি ফোটে,
দোয়েল-কোয়েল-ময়না-শ্যামা
হাসতে সবাই চায়,
বোয়াল মাছের দেখলে হাসি
পিলে চমকে যায়।

এত হাসি দেখেও যারা
গোমড়া মুখে চায়,
তাদের দেখে প্যাঁচার মুখেও
কেবল হাসি পায়।

(অংশবিশেষ)

শব্দ শিখি

ফোকলা – দাঁতহীন
বিল – স্রোতহীন বড়ো জলাশয়
পিলে – শরীরের একটা অঙ্গ
গোমড়া – গম্ভীর
খবর – সংবাদ

অনুশীলনী

১। বাক্য লিখি।

খবর ______________________________

ফোকলা ______________________________

রাঙা ______________________________

গোমড়া ______________________________

২। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

খোকন হাসে	রাঙা ঠোঁটে।
চাঁদ হাসে	শাপলা হাসে।
কাজল বিলে	হাসেন পাতিহাঁস।
টিয়ে হাসে	ফোকলা দাঁতে।
খলসে মাছের হাসি দেখে	খোকনের সাথে।

৩। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে খালি জায়গা পূরণ করি।

(ক) এই শোন না কত হাসির ____________ বলে যাই।

(খ) ____________ হাসে তার সাথে সাথে।

(গ) টিয়ে হাসে ____________ ঠোঁটে।

(ঘ) বোয়াল মাছের দেখলে হাসি ____________ চমকে যায়।

(ঙ) তাদের দেখে ____________ মুখেও কেবল হাসি পায়।

পিলে
প্যাঁচার
চাঁদ
খবর
রাঙা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

৪। কবিতাটি থেকে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত শব্দগুলো বাছাই করে নিচে লিখি।

______ ______ ______ ______ ______

৫। কবিতাটি না দেখে বলি ও লিখি।

৬। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) কাজল বিলে কে হাসে?
(খ) কার হাসি দেখে পিলে চমকে যায়?
(গ) প্যাঁচার মুখে হাসি পায় কেন?
(ঘ) কাদের দেখে প্যাঁচার মুখে হাসি পায়?
(ঙ) খলসে মাছের হাসি দেখে কে হাসে?

৭। পাঁচটি পাখি ও পাঁচটি মাছের নাম লিখি।

৮। ছবি দেখে বাক্য বলি ও লিখি।

______

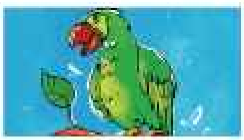
______

______

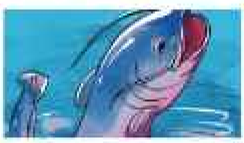
______

______

পাঠ ১৭

আমাদের উৎসব

উৎসব মানে আনন্দ-অনুষ্ঠান। প্রত্যেক জাতির নিজেদের কিছু উৎসব আছে। উৎসব পালন করা হয় জাঁকজমকের সাথে।

কোনো কোনো উৎসব দেশকে ভালোবেসে পালন করা হয়। কোনো কোনো উৎসব পরিবারের লোকজন পালন করে। কিছু উৎসব বিশেষ বিশেষ ধর্মের মানুষ পালন করে। আবার অঞ্চলভেদেও নানা রকম উৎসব দেখা যায়।

১লা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম দিন। এ দিন নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। এই উৎসবকে বলে নববর্ষ। নববর্ষে গ্রামে ও শহরে বৈশাখী মেলা বসে। মেলায় মাটির হাঁড়ি, হাতি, ঘোড়া, কাঠের পুতুল বিক্রি হয়। বিক্রি হয় মুড়ি, মুড়কি, খই, বাতাসা। এদিন অনেক জায়গায় শোভাযাত্রা বের হয়।

নতুন বছরকে বরণ করে নিতে পার্বত্য অঞ্চলেও উৎসব হয়। ওখানে এই উৎসবকে বৈশাবী বলে। উৎসবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন রকম রীতি পালন করে থাকে। যেমন, ফুল সংগ্রহ করা হয়। অনেক রকম সবজি দিয়ে পাঁচন রান্না করা হয়। মজার মজার খেলার আয়োজন করা হয়।

মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আজহা। দুই ঈদে সবাই ঈদগাহে নামাজ পড়তে যায়। ঈদের দিন ফিরনি-সেমাই, পোলাও-মাংস রান্না করা হয়। সবাই সবার বাড়িতে যায়, কোলাকুলি করে।

হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা হয় শরৎকালে। সবাই সুন্দর করে সেজে পূজামণ্ডপে যায়। আরেকটি উৎসব লক্ষ্মীপূজা। লক্ষ্মীপূজায় নাড়ু, লাড্ডু, সন্দেশ তৈরি করা হয়। অনেকে বাড়িতে আলপনা আঁকে।

খ্রিস্টানরা ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে বড়োদিন পালন করে। এদিন ক্রিসমাস ট্রিতে ছোটো ছোটো বাতি লাগিয়ে সাজানো হয়। ঘরবাড়িও সুন্দর করে সাজানো হয়। এদিন শিশুরা ভাবে, লাল পোশাক পরা সান্তা ক্লজ এসে উপহার দিয়ে যাবেন।

বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনে এই উৎসব পালিত হয়। এদিন বৌদ্ধরা বৌদ্ধবিহারে যায়। ফুল ও রঙিন কাগজ দিয়ে বৌদ্ধবিহার সাজায়। সন্ধ্যায় বিভিন্ন রঙের প্রদীপ জ্বালায়।

এছাড়া কিছু উৎসব পারিবারিক। কিছু উৎসব সামাজিক। জন্মদিন, বিয়ে এ ধরনের উৎসব। উৎসবে আমাদের মন ভালো হয়। নানা রকম উৎসব আমাদেরকে এক করে রেখেছে।

শব্দ শিখি

জাঁকজমক – আড়ম্বর
অঞ্চল – এলাকা
পার্বত্য – পাহাড়ি
আলপনা – নকশা
প্রদীপ – বাতি

অনুশীলনী

১। বাক্য বলি ও লিখি।

উৎসব ______________________

বরণ ______________________

আলপনা ______________________

জন্মদিন ______________________

২। ডান পাশের শব্দ দিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি।

(ক) ঈদে ঈদগাহে সবাই __________ পড়তে যায়।	১লা বৈশাখ
(খ) __________ বাংলা বছরের প্রথম দিন।	বুদ্ধ পূর্ণিমায়
(গ) হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব __________।	নামাজ
(ঘ) সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হয় __________।	দুর্গাপূজা

৩। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

মুসলমানদের প্রধান উৎসব	বুদ্ধ পূর্ণিমা
হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব	বড়োদিন
বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব	ঈদ
খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব	দুর্গাপূজা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

৪। বুঝে নিই।

পাঁচন – বিভিন্ন সবজি সিদ্ধ করে তৈরি করা খাবার।

বৌদ্ধবিহার – বৌদ্ধদের প্রার্থনার স্থান।

৫। মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) ঈদুল আজহা কাদের উৎসব?

(খ) কোন পূজা শরৎকালে হয়?

(গ) কোন মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমা পালিত হয়?

(ঘ) কোন উৎসবে ক্রিসমাস ট্রি সাজানো হয়?

৬। নিচের ছবি দেখি, ভাবি এবং কোনটি কোন উৎসবের ছবি বলি ও লিখি।

পাঠ ১৮

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

তখন ছিল পাকিস্তান আমল। আমাদেরকে শাসন করত পাকিস্তানিরা। ওরা বলল, দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

তখন পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষ কথা বলত বাংলা ভাষায়। অথচ তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইল। বাঙালি তা মেনে নিতে পারেনি। তারা বলল, বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। পাকিস্তানিরা বাঙালির এই ন্যায্য দাবি মানল না। বাঙালিরা আন্দোলন শুরু করল।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হলো। আগের রাতে তারা পোস্টার লিখেছিল। পোস্টারে লিখেছিল – রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

পাকিস্তান সরকার ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, বেশি লোক একত্র হওয়া যাবে না। কিন্তু শিক্ষার্থীরা কোনো বাধা মানল না। তারা মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিল।

মিছিলের প্রথম দলটি ছিল ছাত্রীদের। ছাত্রীদের পরে অন্যরাও দলে দলে এগিয়ে যেতে লাগল। মুষ্টিবদ্ধ হাতে তারা স্লোগান তুলল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ঠিক তখনি সরকারের নির্দেশে পুলিশ মিছিলে গুলি করল। রাজপথে লুটিয়ে পড়ল বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার। শহিদ হলো নাম না-জানা আরও অনেকে। কালো রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেল।

এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরের দিনও মানুষ সমাবেশ করে, মিছিল করে। সেই মিছিলেও পুলিশ আক্রমণ করে। পরের দিনও শহিদ হয় কয়েক জন।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বাঙালির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস।

এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবেও পালন করা হয়।

শব্দ শিখি

শাসন – দেশ পরিচালনা
ক্ষোভ – অসন্তোষ
পোস্টার – বড়ো কাগজে লেখা বিজ্ঞপ্তি
স্লোগান – দাবি আদায়ের জন্য উঁচু গলায় আওয়াজ
রাজপথ – বড়ো রাস্তা
একত্র – একসাথে
মিছিল – শোভাযাত্রা
সমাবেশ – একত্র অবস্থান
আক্রমণ – হামলা

অনুশীলনী

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি। শব্দ বলি ও লিখি।

পাকিস্তান	স্ত	=	স + ত	সস্তা	______
পোস্টার	স্ট	=	স + ট	স্টেশন	______
পরিকল্পনা	ল্প	=	ল + প	গল্প	______

২। বাক্য বলি ও লিখি।

রাষ্ট্রভাষা ______________________

মিছিল ______________________

পোস্টার ______________________

সমাবেশ ______________________

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

৩। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে চাইল কারা?

(খ) দেশের বেশির ভাগ মানুষ কোন ভাষায় কথা বলত?

(গ) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি কারা করেছিল?

(ঘ) পোস্টারে কী লেখা ছিল?

(ঙ) আমাদের শহিদ দিবস কোনটি?

(চ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালিত হয়?

৪। নিচের শব্দ বসিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি।

সমাবেশ	রাষ্ট্রভাষা	লাল	মুষ্টিবদ্ধ

(ক) বাংলাকে _____________ করতে হবে।

(খ) _____________ হাতে তারা স্লোগান তুলল।

(গ) পরের দিনও মানুষ _____________ করল।

(ঘ) কালো রাজপথ রক্তে _____________ হয়ে গেল।

৫। বুঝে নিই।

রাষ্ট্রভাষা – সরকারি কাজে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়

পরিকল্পনা – ভবিষ্যৎ কাজের অগ্রিম চিন্তা

শহিদ – অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা জীবন দেন

পাঠ ১৯

আজিকার শিশু

সুফিয়া কামাল

আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সে লেখাপড়া করো মেলা।
আমরা যখন আকাশের তলে উড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি
তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।
উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু সব তোমাদের জানা
আমরা শুনেছি সেখানে রয়েছে জিন, পরি, দেও,
দানা।
পাতালপুরীর অজানা কাহিনি তোমরা শোনাও সবে
মেরুতে মেরুতে জানা পরিচয় কেমন করিয়া হবে।
তোমাদের ঘরে আলোর অভাব কভু নাহি হবে আর
আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।
তোমরা আনিবে ফুল ও ফসল পাখি-ডাকা রাঙা ভোর
জগৎ করিবে মধুময়, প্রাণে প্রাণে বাঁধি প্রীতিডোর।

(অংশবিশেষ)

শব্দ শিখি

গগন – আকাশ
কাহিনি – গল্প, ঘটনা
মেরু – পৃথিবীর প্রান্ত

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গগন   কাহিনি   প্রীতি   অজানা

২. খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

গগন	কাহিনি	অন্ধকার	অজানা

(ক) কোন .... শোনাতে চাও?

(খ) গল্পটি আমার .... নয়।

(গ) .... কেটে গেছে, আলো ফুটেছে।

(ঘ) সূর্য এখন মধ্য .... ।

৩। ঘরের ভিতর থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করে বাক্য বলি ও লিখি।

প্রীতি	ঘুড়ি	শরীর	পাখি

(ক) শিশুরা আকাশে ______________ ওড়াচ্ছে।

(খ) ______________ ভালো থাকলে মন ভালো থাকে।

(গ) ______________ ও শুভেচ্ছা রইল।

(ঘ) ভোরে ______________ ডাকে।

৪। বাক্য বলি ও লিখি।

অভাব ____________________

ফসল ____________________

কাহিনি ____________________

পরিচয় ____________________

৫। বলি ও লিখি।

(ক) আমরা পড়ালেখা করব কেন?

(খ) কীভাবে আমরা অন্ধকার দূর করব?

(গ) পৃথিবীকে কীভাবে সুন্দর করা যায়?

৬। আগের চরণটি বলি ও লিখি।

____

তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।

____

আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।

৭। একই অর্থের শব্দ শিখি।

যুগ – কাল, আমল

গগন – আকাশ, আসমান

আলো – কিরণ, আলোক

অন্ধকার – আঁধার, তিমির

জগৎ – পৃথিবী, দুনিয়া

৮। কবিতাটি না দেখে বলি ও লিখি।

৯। বুঝে নিই।

পাতালপুরী	–	মাটির নিচের কল্পনার জগৎ
উত্তর মেরু	–	পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত
দক্ষিণ মেরু	–	পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত
প্রীতিডোর	–	ভালোবাসার বন্ধন

১০। আগের যুগের এবং বর্তমান যুগের তিনটি পার্থক্য বলি ও লিখি।

আগের যুগ	বর্তমান যুগ
১. ______________________	১. ______________________
______________________	______________________
২. ______________________	২. ______________________
______________________	______________________
৩. ______________________	৩. ______________________
______________________	______________________

ঢাকাই মসলিন

মিলি বই পড়ে। মাঝে মাঝে পত্রিকা পড়ে। বাবা বলেন, পত্রিকা থেকে নতুন অনেক কিছু জানা যায়।

আজকের পত্রিকায় দারুণ একটি খবর ছাপা হয়েছে। মিলি খবরটি পড়ে। চলো, আমরাও মিলির সাথে পত্রিকার লেখাটি পড়ি।

দৈনিক সকাল-বিকালের খবর

ছোটদের পাতা

ফিরে এলো ঢাকাই মসলিন

বাংলার পুরোনো এক কাপড়ের নাম মসলিন। এই কাপড় মিহি সুতায় বোনা হতো। মসলিনের জন্য ঢাকা ছিল বিশ্ববিখ্যাত। মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। মসলিন শাড়ি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত।

মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে। চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো। তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন। মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চল। শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ও বাতাস ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী।

আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা আসতেন মসলিন কিনতে। এক সময়ে কাপড়ের বাজার দখল করে নেয় কারখানার কাপড়। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যায় মসলিন।

মজার ব্যাপার হলো, আবারও ফিরে এসেছে মসলিন। গবেষক ও বিজ্ঞানীরা মিলে তৈরি করেছেন নতুন মসলিন। মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।

শব্দ শিখি

মিহি – সরু, সূক্ষ্ম

বিশ্ববিখ্যাত – দুনিয়া জুড়ে সুনাম আছে এমন

স্বচ্ছ – পরিষ্কার, নির্মল

গলানো – প্রবেশ করানো

অনুশীলনী

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও আরও শব্দ তৈরি করি।

স্বচ্ছ	চ্ছ = চ + ছ	কচ্ছপ	________
সূক্ষ্ম	ক্ষ্ম = ক + ষ + ম	লক্ষ্মী	________
শীতলক্ষ্যা	ক্ষ = ক + ষ	লক্ষ	________
বিজ্ঞানী	জ্ঞ = জ + ঞ	বিজ্ঞপ্তি	________
অঞ্চল	ঞ্চ = ঞ + চ	চঞ্চল	দ ________

২। কথাগুলো বুঝে নিই।

ফুটি তুলা – এক ধরনের তুলা

চরকা – সুতা কাটার যন্ত্র

৩। নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পত্রিকা________________________________

বিখ্যাত________________________________

কারখানা________________________________

প্রতিযোগিতা________________________________

৪। মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) মসলিন কী?

(খ) মসলিনের সুতা কীভাবে তৈরি হতো?

(গ) কারা মসলিনের তৈরি কাপড় কিনতে আসতেন?

(ঘ) মসলিন কেন হারিয়ে গেল?

৫। ডানদিকের বাক্যের সঙ্গে বামদিকের শব্দ মিল করি।

তাঁতি	বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি
বণিক	যিনি গবেষণা করেন
বিজ্ঞানী	কাপড় বোনেন যিনি
গবেষক	যিনি বাণিজ্য করেন

৬। ছবি দেখে বাক্য লিখি।

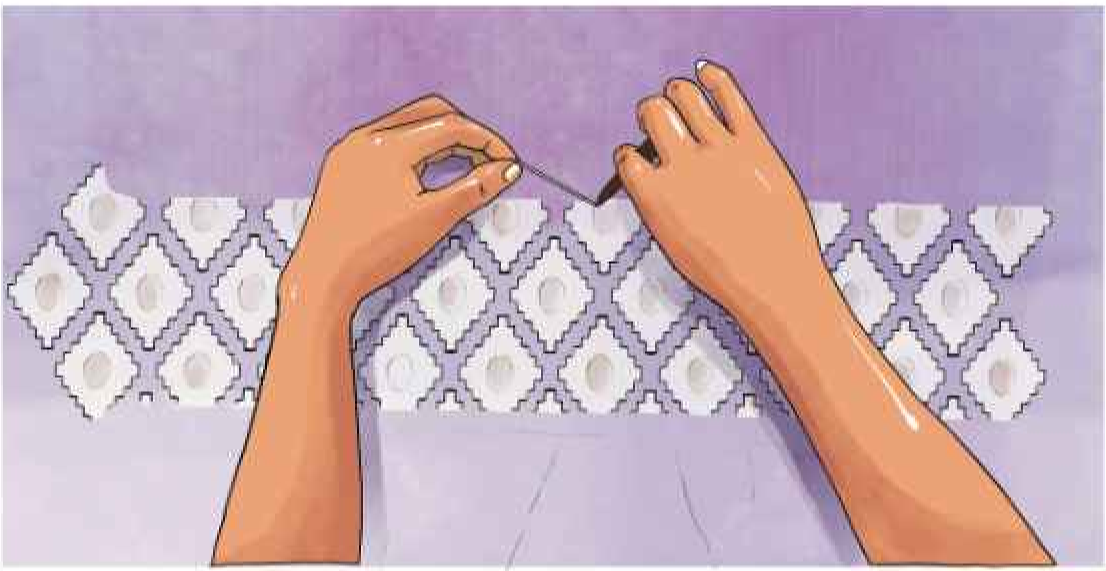

পাঠ ২১

হজরত আবু বকর (রা)

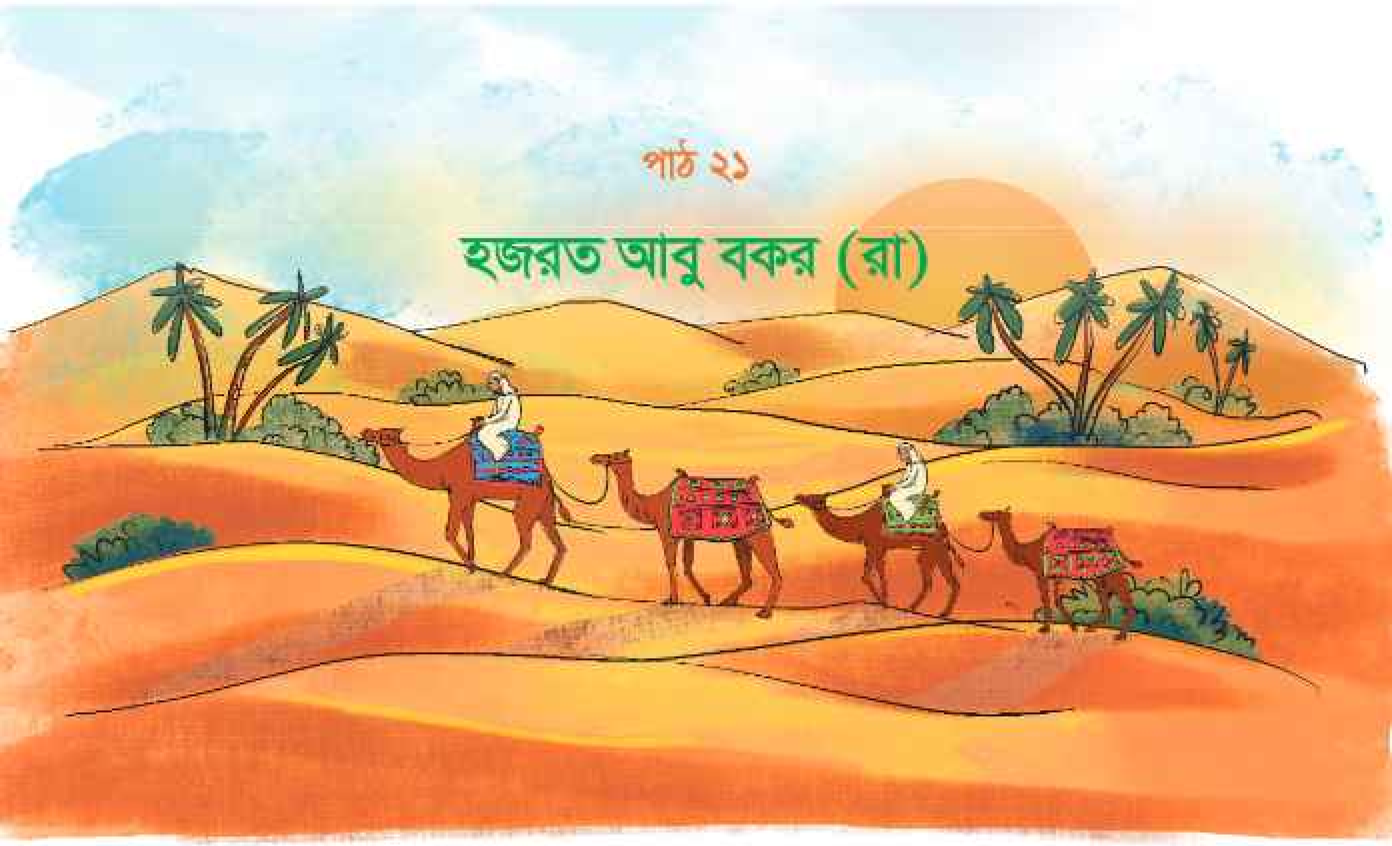

আরবের মরু প্রান্তর। দুপুরের রোদে বালু তপ্ত হয়ে আছে। পা রাখা কঠিন। সেই বালুর উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন হজরত আবু বকর (রা)। তিনি দেখলেন, উত্তপ্ত বালুতে শুয়ে আছে এক যুবক। যুবকের পাশে তার মনিব দাঁড়িয়ে আছে।

হজরত আবু বকর (রা) বললেন, 'কী করেছে এই যুবক? কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?' যুবকটির মনিব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এ আমার ক্রীতদাস। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই এই শাস্তি!'

আবু বকর (রা)-এর মনে দয়া হলো। তিনি ওই যুবককে কিনে নিলেন। এরপর তাকে মুক্ত করে দিলেন। এই যুবক ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল (রা)। তাঁর সুললিত কণ্ঠে প্রথম আজান ধ্বনিত হয়। সেই সময়ে আরবে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল। মনিবরা ক্রীতদাসদের অনেক নির্যাতন করত। আবু বকর (রা) অনেক ক্রীতদাসকে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আবু বকর (রা) ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এক সময়ে কাফেররা মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার ঘোষণা দেয়। তখন মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। সেই সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর (রা)।

আবু বকর (রা) শিশুকাল থেকে কোমল হৃদয় ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা হন। মুসলিম জাহানের প্রধান শাসককে বলা হয় খলিফা। খলিফা হয়েও তিনি অসহায় মানুষের কথা ভুলে যাননি। কোষাগারের অর্থ তিনি ব্যয় করতেন গরিব-দুঃখীর কল্যাণে।

মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর মেয়ে আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, 'মা আয়েশা, আমার কাছে রাষ্ট্রের একটি উট ও একজন দাস আছে। আমার মৃত্যুর সাথে সাথে তুমি তা পরবর্তী খলিফার কাছে পৌঁছে দিও।' হজরত আবু বকর (রা) দাসদের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তাদের যাতে কষ্ট না হয়, সেটি তিনি খেয়াল রাখতেন।

শব্দ শিখি

প্রান্তর – খোলা জায়গা
তপ্ত – গরম
উত্তপ্ত – অতিশয় তপ্ত
ক্রুদ্ধ – রেগে যাওয়া
মনিব – মালিক
ক্রীতদাস – কেনা গোলাম
মুয়াজ্জিন – যিনি মসজিদে আজান দেন
আহ্বান – ডাক
সহচর – সঙ্গী
হিজরত – এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া
কোষাগার – যেখানে রাষ্ট্রের টাকা রাখা হয়

অনুশীলনী

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও শব্দ বানাই।

প্রান্তর	ন্ত	=	ন	+	ত	অন্তর	________
মুক্ত	ক্ত	=	ক	+	ত	রক্ত	________
মক্কা	ক্ক	=	ক	+	ক	অক্কা	________
জ্ঞান	জ্ঞ	=	জ	+	ঞ	বিজ্ঞান	________

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

২। ঘরের ভিতর থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

আজান	কাফেররা	তপ্ত	দয়া	রাজকোষের	সহচর

(ক) দুপুরের রোদে বালু ____________ হয়ে আছে।

(খ) আবু বকর (রা)-এর মনে ____________ হলো।

(গ) বেলাল (রা)-এর সুললিত কণ্ঠে প্রথম ____________ ধ্বনিত হলো।

(ঘ) আবু বকর (রা) ছিলেন হজরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘনিষ্ঠ ____________ ।

(ঙ) এক সময়ে ____________ হজরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ঘোষণা দেয়।

(চ) আবু বকর (রা) ____________ অর্থ ব্যয় করতেন গরিব-দুঃখীদের কল্যাণে।

৩। বাক্য লিখি।

হিজরত ____________________

আজান ____________________

সহচর ____________________

অত্যাচার ____________________

অসহায় ____________________

৪। বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

উত্তপ্ত – ঠান্ডা

শাস্তি – ক্ষমা

মনিব – দাস

কল্যাণ – অকল্যাণ

জন্ম – মৃত্যু

৫। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) তপ্ত বালুর উপর কাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল?

(খ) হজরত মুহাম্মদ (স) কোথায় হিজরত করেন?

(গ) ইসলামের প্রথম খলিফা কে ছিলেন?

(ঘ) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে?

(ঙ) হজরত আবু বকর (রা) মৃত্যুর আগে মেয়েকে কী বলেছিলেন?

৬। সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি।

তপ্ত বালুর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন –

ক) হজরত মুহাম্মদ (স)　　খ) হজরত আবু বকর (রা)

গ) হজরত ওমর (রা)　　ঘ) হজরত বেলাল (রা)

ক্রীতদাস অর্থ –

ক) কেনা গোলাম　　খ) মনিব

গ) মুয়াজ্জিন　　ঘ) খলিফা

৭। মূলপাঠ দেখে বিরামচিহ্ন বসাই।

আরবের মরু প্রান্তর দুপুরের রোদে বালু তপ্ত হয়ে আছে পা রাখা কঠিন সেই বালুর উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন হজরত আবু বকর (রা) তিনি দেখলেন উত্তপ্ত বালুতে শুয়ে আছে এক যুবক যুবকের পাশে তার মনিব দাঁড়িয়ে আছে

হজরত আবু বকর (রা) বললেন কী করেছে এই যুবক কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে

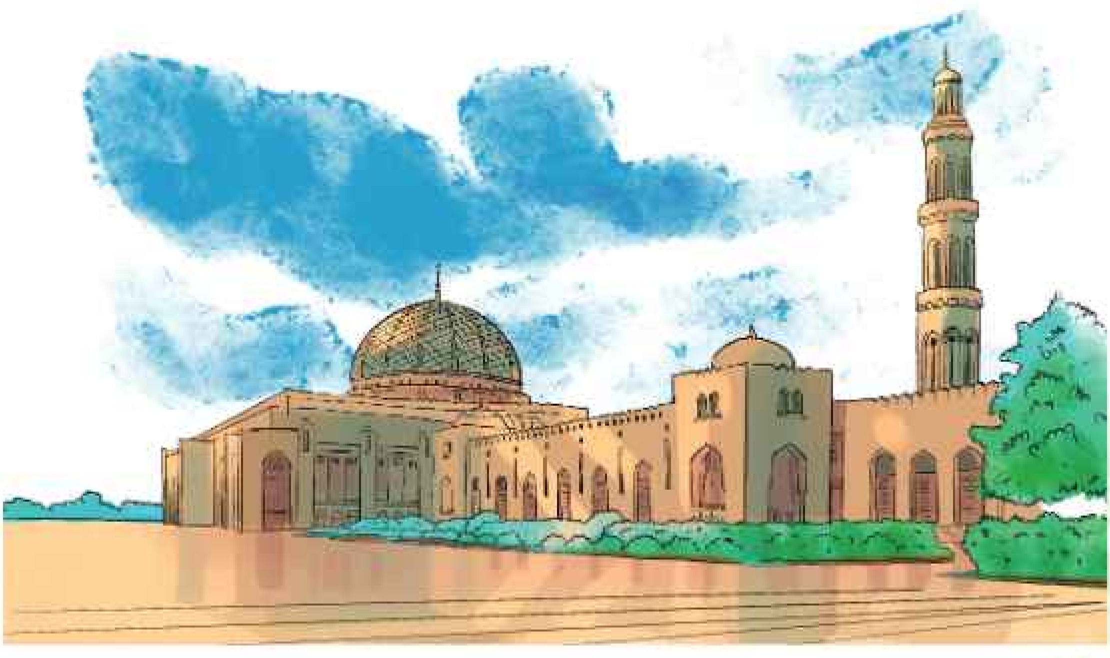

পাঠ ২২

আমার পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।

সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া আমি বলি মনে মনে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শব্দ শিখি

আদেশ – হুকুম
হেলা – অলসতা, অবজ্ঞা
কভু – কখনো
ফাঁকি – ধোঁকা
গুরুজন – বয়সে বড়ো মানুষ

অনুশীলনী

১। কবিতাটি দল বেঁধে আবৃত্তি করি।

২। বাক্য লিখি।

সারাদিন ______________________

ভাইবোন ______________________

খেলা ______________________

লোভ ______________________

ঝগড়া ______________________

৩। পরের চরণটি বলি ও লিখি।

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে

____

সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,

____

ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,

____

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

৪। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

সারাদিন আমি যেন	করি ভালো মনে
একসাথে থাকি যেন	সামলিয়ে থাকি
সাবধানে যেন লোভ	ভালো হয়ে চলি
আমি যেন সেই কাজ	যেন ভালোবাসি
ভাইবোন সকলেরে	সবে মিলেমিশি

৫। লিখি।

কী করব	কী করব না
১. ____________	১. ____________
২. ____________	২. ____________
৩. ____________	৩. ____________

৬। বলি ও লিখি।

(ক) কখন ঘুম থেকে উঠব?

(খ) সারাদিন কীভাবে চলব?

(গ) কাদের কথা মেনে চলব?

(ঘ) সুখী হব না কখন?

৭। সাজিয়ে লিখি।

করব ভালোভাবে কাজ আমি।

____

কাজে না কোনো আমি ফাঁকি দেবো।

____

মন করব দিয়ে আমি পড়ালেখা।

কাজ সেই করি যেন মনে ভালো আমি

দেই নাহি যেন ফাঁকি কাহারে কিছুতে

সময় হেলা করি নাহি পাঠের যেন

৮। কবিতাটি থেকে যা শিখলাম তা বলি ও লিখি।

পাঠ ২৩

মানব জয়ের গল্প

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তুরস্কের একটি গ্রামের নাম ছিল পাতারা। সমুদ্রপারের সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন একটি শিশু। তাঁর নাম রাখা হয় নিকোলাস। নিকোলাস মানে মানব জয়।

নিকোলাসের পিতামাতা ধনী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই পিতামাতাকে হারান। নিকোলাস বেড়ে ওঠেন এতিম হিসেবে। সেজন্য বাবা-মা ছাড়া বড়ো হওয়ার কষ্ট তিনি বুঝতেন।

বড়ো হয়ে তিনি দয়ালু মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে শুরু করেন। তিনি শিশুদের উপহার দিতে পছন্দ করতেন। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতেন। গরিব-দুঃখী মানুষের সন্ধান করতেন। যেখানেই গরিব মানুষ দেখতেন, তাদের সাহায্য করতেন। শিশুদের ভালোবাসতেন। শিশুদের নানা উপহার দিতেন।

তাঁর এই দানশীলতার কথা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করে। বিশেষ দিনে শিশুদের উপহার দেওয়ার রীতিও চালু হয়। ৬ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু দিবস। পৃথিবীর অনেক দেশ দিনটিকে 'নিকোলাস ডে' হিসেবে পালন করে। এ দিনে শিশুদের আনন্দের নানা আয়োজন হয়। উপহার দেওয়া হয়। শিশুদের নিয়ে মজার মজার খাবার খাওয়া হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শব্দ শিখি

সমুদ্রপার – সাগর-তীর

দানশীলতা – দান করার গুণ

রীতি – প্রচলিত নিয়ম

অনুশীলনী

১। বাক্য লিখি।

অনেক ______________________

অল্প ______________________

বড়ো ______________________

ধনী ______________________

মজার ______________________

২। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও একটি করে শব্দ লিখি।

তুরস্ক	স্ক	= স + ক	স্কুল
জন্ম	ন্ম	= ন + ম	__________
সম্পত্তি	ম্প	= ম + প	__________
সন্ধান	ন্ধ	= ন + ধ	__________

৩। বুঝে নিই।

তুরস্ক – একটি দেশের নাম

নিকোলাস ডে – নিকোলাসের মৃত্যুদিন। এদিন শিশুদের উপহার দেওয়া হয়।

৪। এক কথায় বলি।

যার মা-বাবা নেই – এতিম
যার দয়া আছে – দয়ালু
যিনি দান করেন – দানশীল
যার দুঃখ আছে – দুঃখী

৫। বিপরীত শব্দ পড়ি ও লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
ধনী	গরিব
অল্প	বেশি
কষ্ট	সুখ
দয়ালু	নির্দয়
ভালোবাসা	ঘৃণা

৬। বলি ও লিখি।

(ক) নিকোলাস কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
(খ) নিকোলাস গরিব-দুঃখীদের সন্ধান করতেন কেন?
(গ) তিনি ঘুরে ঘুরে কাদের সন্ধান করতেন?
(ঘ) নিকোলাস কীভাবে দয়ালু মানুষ হিসেবে পরিচিতি পান?
(ঙ) তিনি কাদের উপহার দিতে পছন্দ করতেন?
(চ) নিকোলাসের মৃত্যু হয় কোন তারিখে?

৭। পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ জেনে নিই।

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
বাবা	মা
ভাই	বোন
বর	কনে
স্বামী	স্ত্রী
ছেলে	মেয়ে

পাঠ ২৪

তালগাছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।

মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়;
কোথা পাবে পাখা সে?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার,

মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝরঝর থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,

মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি –

যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

শব্দ শিখি

সাধ – ইচ্ছা
ফুঁড়ে – ভেদ করে
পত্তর – পাতা, পত্র
আরবার – আবার

অনুশীলনী

১। বাক্য বলি ও লিখি।

তালগাছ ______________________

মেঘ ______________________

ইচ্ছা ______________________

ঝরঝর ______________________

হাওয়া ______________________

পৃথিবী ______________________

২। আমার চেনা পাঁচটি গাছের নাম বলি ও লিখি।

৩। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি।

ইচ্ছা	চ্ছ	=	চ	+	ছ
থত্থর	ত্থ	=	ত	+	থ
পত্তর	ত্ত	=	ত	+	ত

৪। কবিতাটি দেখে দেখে সুন্দর করে বলি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

৫। বুঝে নিই।

উঁকি মারে আকাশে – মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখে
মেঘ ফুঁড়ে যায় – মেঘ ফুটো করে উপরে উঠে যায়
ফেরে তার মনটি – মন ফিরে আসে
মা যে হয় মাটি তার – তার কাছে মাটিকে মা মনে হয়

৬। বলি ও লিখি।

(ক) কবিতাটির কবির নাম কী?
(খ) তালগাছের মনের সাধ কী?
(গ) তালগাছ কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে?
(ঘ) বাতাস হলে তালগাছের পাতা কেমন করে কাঁপে?
(ঙ) তালগাছ মনে মনে কাকে মা ভাবে?

৭। সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি।

তালগাছ উঁকি মারে –

ক) আকাশে খ) বাতাসে
গ) জানালায় ঘ) দরজায়

তালগাছের মনের ইচ্ছা –

ক) সব গাছের চেয়ে উঁচুতে উঠবে খ) কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে
গ) আকাশে উঁকি মেরে দেখবে ঘ) এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে

বাতাস হলে তালগাছের –

ক) পাতা কাঁপা থেমে যায় খ) মনের ইচ্ছা থেমে যায়
গ) থথর করে পাতা কাঁপে ঘ) থথর করে পা কাঁপে

৮। দাগ টেনে মিল করি।

তালগাছ	ঝরঝর থথর
সারাদিন	মা যে হয় মাটি তার
মনে সাধ	হাওয়া যেই নেমে যায়
তার পরে	এক পায়ে দাঁড়িয়ে
যেই ভাবে	কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়

৯। একটি গাছের বিবরণ লিখি।

গাছটির নাম কী?..

গাছটি কোথায় দেখেছ?...

গাছটি দেখতে কেমন?...

....

....

গাছটি কোন কাজে লাগে?..

১০। গাছ আমাদের কী কী কাজে লাগে তা বলি ও লিখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আমরা সবাই জানি। তিনি অনেক বড়ো কবি ছিলেন। কিন্তু স্কুলে পড়তে তাঁর একটুও ভালো লাগত না। রাতে পড়তে বসলেও ঘুম পেত। তখন তাঁর শিক্ষক তাঁকে বকা দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা খুব মজার ছিল। তিনি কুস্তি শিখতেন। তাঁর ওস্তাদের নাম ছিল কানা পালোয়ান। তিনি তার সাথে রোজ সকালে কুস্তি লড়াই করতেন। তারপর সারা গায়ে ধুলো-কাদা মেখে বাড়ি ফিরতেন। এটা দেখে তাঁর মা খুব ভয় পেতেন। তিনি ভাবতেন, তাঁর ছেলের গায়ের রং কালো হয়ে যাবে। তাই তিনি ছুটির দিনে তাঁর গা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিতেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ব্যায়াম করতেন বলে তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। রোগ-বালাই হতো না। তিনি চাইতেন যেন তাঁর জ্বর হয়। কারণ জ্বর হলে পড়তে হবে না। সে জন্য তিনি বৃষ্টিতে ভিজতেন, রোদে খেলতেন। শীতের সন্ধ্যায় ছাদে উঠে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকায় তাঁর অসুখ খুব কম হতো।

সন্ধ্যাবেলায় তাঁর মা বাড়ির মেয়েদের সাথে বসে গল্প করতেন। মা রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পুঁথি পড়ে শোনাতেন, রামায়ণের কাহিনি শোনাতেন, বিজ্ঞানের গল্প শোনাতেন। সবাই খুব খুশি হতো। ভাবতো, এতটুকু ছেলে কত কিছু জানে!

বিজ্ঞান পড়তে রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগত। তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষকের নাম ছিল সতীনাথ দত্ত। তিনি যেদিন পড়াতে আসতেন না, সেদিন তাঁর খুব খারাপ লাগত।

দুধের মধ্যে পানি থাকে, আর দুধ জ্বাল দিলে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তাই দুধ ঘন হয়ে যায়। এটা জেনে রবীন্দ্রনাথ খুব অবাক হয়েছিলেন।

ঘুরতে রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগত। তিনি বড়ো হয়ে সারা দুনিয়া ঘুরেছেন। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন, অনেক গান লিখেছেন, অনেক গল্প লিখেছেন। তিনি কবিতার জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা গান আমাদের জাতীয় সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ) তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ) তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দ শিখি

কুস্তি – এক ধরনের খেলা
পুঁথি – এক ধরনের বই
রামায়ণ – একটি বইয়ের নাম
অবাক – আশ্চর্য হওয়া

অনুশীলনী

১। বাক্য লিখি।

বকা ______________________

পালোয়ান ______________________

বিজ্ঞান ______________________

অবাক ______________________

পুঁথি ______________________

২। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও নতুন একটি শব্দ লিখি।

শিক্ষক	ক্ষ	=	ক + ষ	শিক্ষা	______
কুস্তি	স্ত	=	স + ত	বস্তি	______
সন্ধ্যা	ন্ধ	=	ন + ধ	অন্ধকার	______
গল্প	ল্প	=	ল + প	অল্প	______
বিজ্ঞান	জ্ঞ	=	জ + ঞ	অজ্ঞান	______

৩। বলি ও লিখি।

(ক) শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে বকা দিতেন কেন?

(খ) রবীন্দ্রনাথের মা ভয় পেতেন কেন?

(গ) অসুখ হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ কী কী করতেন?

(ঘ) কোনটা জেনে রবীন্দ্রনাথ খুব অবাক হয়েছিলেন?

(ঙ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার জন্য কী পুরস্কার পেয়েছিলেন?

৪। তোমার ছেলেবেলা আর রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার মিল ও অমিল লেখো।

মিল	অমিল
______	______
______	______
______	______

পাঠ ২৬

আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

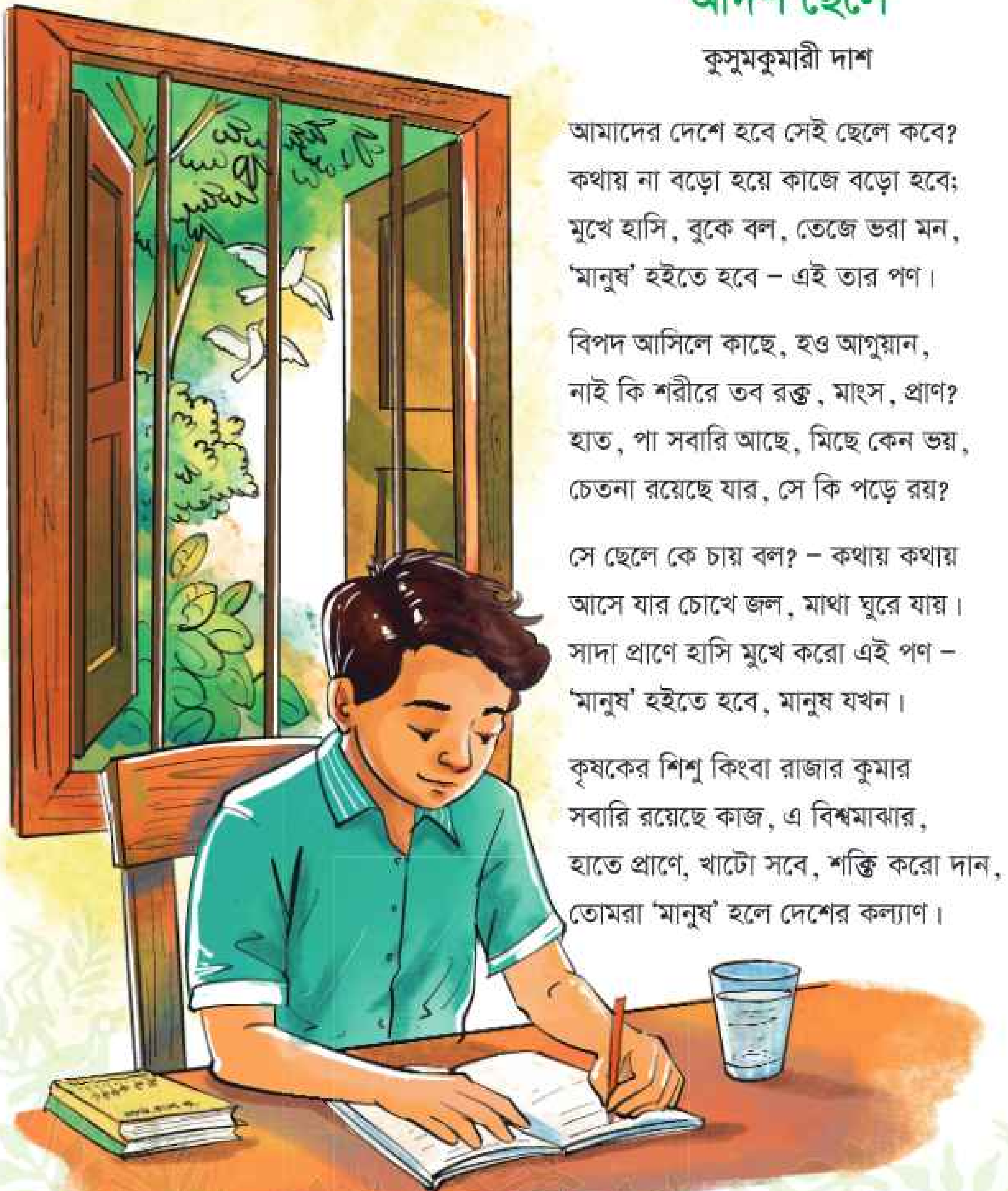

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে – এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত, পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বল? – কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে করো এই পণ –
'মানুষ' হইতে হবে, মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার,
হাতে প্রাণে, খাটো সবে, শক্তি করো দান,
তোমরা 'মানুষ' হলে দেশের কল্যাণ।

শব্দ শিখি

আদর্শ	–	অনুসরণীয়
পণ	–	অঙ্গীকার
তেজে ভরা মন	–	উদ্দীপ্ত মন
আগুয়ান	–	অগ্রসর
সবারি	–	সবারই
চেতনা	–	বোধ
সাদা প্রাণ	–	সুন্দর মন
কল্যাণ	–	মঙ্গল
বিশ্বমাঝার	–	পৃথিবীর মধ্যে

অনুশীলনী

১। একজন কবিতার একটি চরণ বলি অন্যজন পরের চরণটি বলি।

সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ –

____________________________ ।

মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,

____________________________ ।

হাতে প্রাণে, খাটো সবে, শক্তি করো দান,

____________________________ ।

২। বলি ও লিখি।

(ক) কথার চেয়ে কীসে বড়ো হতে হবে?

(খ) কেমন ছেলে কেউ চায় না?

(গ) শিশুরা কী পণ করবে?

(ঘ) কীভাবে দেশের কল্যাণ হবে?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

৩। কবিতাটি দেখে দেখে সুন্দর করে বলি ও লিখি।

৪। মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

(ক) বড়ো হতে হবে ______________ কথায়/কাজে

(খ) বিপদ আসলে ______________ এগিয়ে যাব/পিছিয়ে আসব

(গ) মুখে থাকতে হবে ______________ হাসি/কষ্ট

৫। কোনটি ভালো কাজ ও কোনটি খারাপ কাজ।

৬। দেশের কল্যাণের জন্য কী করা যায় লিখি।

____

____

____

____

পাঠ ২৭

মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ

ঢাকার রাজারবাগে আছে পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। রিতার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল সেখানে যাওয়ার। ছোটো মামার কাছে সে এই জাদুঘরের কথা শুনেছিল। ১৯৭১ সালে রাজারবাগে বাংলাদেশের পুলিশেরা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে সেখানে এখন জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে।

এক ছুটির দিনে মামা এসে বললেন, আজ তোমাদের পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিয়ে যাব। রিতা আর রিতার ছোটো ভাই রবিন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সেদিন বিকালবেলা ওরা রাজারবাগে গেল।

পুলিশ জাদুঘর খুব পরিপাটি করে সাজানো। ভেতরে ঢুকতেই একটি বিক্রয়কেন্দ্র। সেখানে বিক্রির জন্য বই রাখা আছে। মামা দুজনকে দুটি বই কিনে দিলেন। দোকানের পাশে পাঠাগার। সেখানে বসে বই পড়া যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেই মূল জাদুঘর। মামার সাথে ওরা দুজন নিচে নেমে গেল। সেখানে আছে পুলিশের বিভিন্ন সময়ের হাতিয়ার। আছে পুলিশের ব্যবহৃত পোশাক ও বিভিন্ন জিনিসপত্র। রবিন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আগের দিনের বন্দুক দেখল।

মামা ওদের বিশেষভাবে দুটি জিনিস দেখালেন। একটি হলো বেতার যন্ত্র, আরেকটি হলো পাগলা ঘণ্টা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান মিলিটারি রাজারবাগে আক্রমণ চালিয়েছিল। তখন এই বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে পুলিশরা সারাদেশের পুলিশকে বার্তা পাঠিয়েছিল। আর পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে রাজারবাগের সব পুলিশকে সতর্ক করেছিল।

মামা বললেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে ছিল কামানসহ ভারী অস্ত্র। আর আমাদের পুলিশ সদস্যদের কাছে ছিল সাধারণ অস্ত্র। কিন্তু অসীম সাহস নিয়ে পুলিশ সদস্যরা দেশের জন্য লড়াইয়ে নামে। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঢাকার বাইরের পুলিশরাও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই রাতে অনেক পুলিশ সদস্য শহিদ হন।

মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের পাশাপাশি নানা পেশার মানুষ অংশ নেয়। দেশের জন্য প্রাণ দিতে মানুষ একটুও ভয় করেনি। তাদের কথা ভেবে রিতা ও রবিনের গর্ব হয়। এই বীর যোদ্ধাদের আত্মত্যাগে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

শব্দ শিখি

বীরত্ব – সাহসিকতা
পরিপাটি – সুন্দর করে সাজানো
গ্যালারি – প্রদর্শন স্থান
বেতারযন্ত্র – বিনা তারে খবর পাঠানোর যন্ত্র
পাগলা ঘণ্টা – সতর্ক করার ঘণ্টা
কামান – গোলা নিক্ষেপ করার অস্ত্র
প্রতিরোধ – বাধা
অসীম – সীমাহীন
গর্ব – গৌরব

অনুশীলনী

১। বাক্য লিখি।

মুক্তিযুদ্ধ ____________________

জাদুঘর ____________________

অবদান ____________________

অস্ত্র ____________________

লড়াই ____________________

২। খালি জায়গা পূরণ করি।

(ক) ঢাকার রাজারবাগে আছে পুলিশ ______________ জাদুঘর।

(খ) পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি খুব ______________ করে সাজানো।

(গ) জাদুঘরে আছে পুলিশের ব্যবহৃত ______________ ও বিভিন্ন জিনিসপত্র।

(ঘ) পুলিশ সদস্যদের কাছে ছিল ______________ অস্ত্র।

৩। বুঝে নিই।

স্মৃতিময় – মনে রাখার মতো বিষয়।
পাঠাগার – যেখানে পড়ার জন্য বই রাখা হয়।
আত্মত্যাগ – নিজের সবকিছু ত্যাগ।

৪। উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) রাজারবাগ পুলিশ লাইন কীসের স্মৃতি বহন করে?

(খ) কবে কখন পাকিস্তানি সেনারা রাজারবাগে আক্রমণ করে?

(গ) রাজারবাগের পুলিশরা কীভাবে সারা দেশের পুলিশকে বার্তা পাঠিয়েছিল?

৫। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ জোড়া দিয়ে নতুন শব্দ বানাই।

বাম পাশ	ডান পাশ	নতুন শব্দ
মুক্তি	আগার	
রাজার	যুদ্ধ	
পাঠ	বাগ	
সেনা	ত্যাগ	
আত্ম	বাহিনী	

৬। পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রবিন কী কী দেখল তা বলি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২৮

নিজের মতো লিখি

পড়ি

আকাশ জুড়ে হাজার তারা,
চাঁদের আলো হাসে।
রাতের বেলার শিশির কণা
গড়িয়ে পড়ে ঘাসে।

শব্দ বসাই

রোদ উঠেছে, রোদ উঠেছে,
মেঘ গিয়েছে দূরে।
গাছের ছায়ায় পাতার নাচন
গাইছে পাখি ____________ । (সুরে/ঘুরে)

বৃষ্টি এলো, বৃষ্টি এলো,
কাঁপল পাতা বাঁশের বন।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো,
তাই না দেখে নাচছে ____________ । (ঘন/মন)

পড়ি

ছুটির দিন। ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনি মিউ মিউ শব্দ। জেগে উঠে দেখি ঘরের ভেতর ছোট্ট একটা বিড়ালছানা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী চাই? বিড়ালটি বলল, মিউ মিউ। আমি বললাম, ক্ষুধা লেগেছে? বিড়ালটি আবার বলল, মিউ মিউ। বললাম, কী খাবি? বিড়ালটি কিছু বলল না। আমি ওকে এক বাটি দুধ দিলাম। বিড়ালটি চুকচুক করে দুধ খেলো। বললাম, পেট ভরেছে? বিড়ালছানা বলল, মিউ মিউ। আমি বললাম, আবার মিউ!

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

অনুশীলনী

১। নিজের মতো শব্দ বসিয়ে লিখি।

ভোর বেলা। পাখি ডাকছে। ভাবছি, পাখিটা ______________। আমি ______________? পাখি বলল, কুউ কুউ! বললাম, তোমার ______________ কী? পাখি বলল, ______________। আমি বললাম, এই নাও বিস্কুট। পাখিটা কুটকুট করে বিস্কুট ______________। তারপর ______________।

২। নিজের মতো লিখি।

____

____

____

____

____

____

পাঠ ২৯

প্রতিযোগিতায় নাম লিখি

নোমান স্যার বললেন, স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তোমরা অংশ নিতে চাও? অনেকেই বলল, জি স্যার। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কী কী হয় জানো?

মিতু বলল, গানের প্রতিযোগিতা হয়। রাজু বলল, ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হয়। ঝিমিত বলল, গল্প বলার প্রতিযোগিতাও হয়। নোমান স্যার বললেন, হ্যাঁ, এগুলো সব হয়।

ঝিমিত বলল, আমি গল্প বলায় অংশ নেব। গল্প বলতে আমার ভালো লাগে। স্যার বললেন, খুব ভালো। চলো, এবার একটা ছক আঁকি। ছকটিতে নিজের ভালো লাগার কথা লিখি।

স্যার বোর্ডে একটি ছক আঁকলেন। বললেন, আমার মতো করে তোমরাও ছকটি আঁকো।

কী কী করতে ভালো লাগে
আমার নাম ______________________ আমার ভালো লাগে ১। ______________________ ২। ______________________ ৩। ______________________

সবার লেখা দেখে নোমান স্যার খুব খুশি হলেন। বললেন, চলো, এবার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফরম পূরণ করি। তার আগে জেনে নিই প্রতিযোগিতার বিষয়। তিনি পরের পৃষ্ঠার বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে শোনালেন।

বিজ্ঞপ্তি

সকল শিক্ষার্থীকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতি বছরের মতো এবারও কুসুমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার বিষয়:

ক) দেশের গান　　খ) গল্প বলা

গ) ছড়াগান　　ঘ) কবিতা আবৃত্তি

ঙ) নাচ　　চ) ছবি আঁকা

আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করে জমা দেওয়ার জন্য বলা হলো।

প্রধান শিক্ষক
কুসুমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি পড়া শেষে নোমান স্যার সবাইকে ফরম দিলেন। বললেন, ফরম পূরণ করে আমার কাছে জমা দাও।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	
প্রতিযোগীর নাম	
শ্রেণি	
শাখা	
রোল	
অংশগ্রহণের বিষয়	
তারিখ	

শব্দ শিখি

আ

আক্রমণ – হামলা

আগুয়ান – অগ্রসর

আত্মত্যাগ – প্রাণ দেওয়া

আত্মীয় – আপনজন

আদর্শ – অনুসরণীয়

আদেশ – হুকুম

আরবার – আবার

আলপনা – নকশা

আলসে – অলস

আহ্বান – ডাক

উ

উঁকি দেওয়া – আড়াল থেকে দেখা

উৎকণ্ঠা – উদ্বেগ

উত্তপ্ত – গরম

এ

একত্র – একসাথে

ক

কভু – কখনো

কল্যাণ – মঙ্গল

কামান – গোলা নিক্ষেপ করার অস্ত্র

কাহিনি – গল্প, ঘটনা

কিরণ – আলো

কুসুম-বাগ – ফুলের বাগান

কেল্লা – দুর্গ

কোষাগার – যেখানে টাকা রাখা হয়

ক্রীড়া – খেলা

ক্রীতদাস – কেনা গোলাম

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে – রাগের গলায়

ক্ষোভ – অসন্তোষ

খ

খবর – সংবাদ

খরস্রোতা – অনেক স্রোত আছে যার

গ

গগন – আকাশ

গম্বুজ – গোলাকার চূড়া

গর্ব – গৌরব

গলানো – প্রবেশ করানো

গুজব – মিথ্যা তথ্য

গুরুজন – বয়সে বড়ো মানুষ

গোমড়া – গম্ভীর

গ্যালারি – শিল্পকর্ম প্রদর্শনের ভবন বা কক্ষ

ঘ

ঘাঁটি – আস্তানা

চ

চটপট – তাড়াতাড়ি

চর – নদীতে তৈরি হওয়া বালুময় ভূমি

চাবুক – মারার জন্য যে লাঠির মাথায় দড়ি থাকে

চিরস্থায়ী – চিরদিনের জন্য স্থায়ী

চেতনা – বোধ

জ

জাঁকজমক – আড়ম্বর

জাদুঘর – যেখানে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়

ট

টিলা – উঁচু জায়গা

ড

ডরি – ভয় পাই

ডলফিন – তিমি জাতীয় জলজ প্রাণী

ত

তপ্ত – গরম

তীব্র বেগে – দ্রুত গতিতে

তেজে ভরা মন – উদ্দীপ্ত মন

দ

দানশীলতা – দান করার গুণ

দায়িত্ব – কাজ

দূষিত – নষ্ট

দৃঢ় – শক্ত, বলিষ্ঠ

ন

নলখাগড়া – নলের মতো লম্বা ঘাস

নোটবুক – লেখার ছোটো খাতা

প

পণ – শপথ

পত্তর – পাতা, পত্র

পরিপাটি – সুন্দর করে সাজানো

পোস্টার – বড়ো কাগজে লেখা বিজ্ঞপ্তি

প্রতিরোধ – বাধা

প্রদীপ – বাতি

প্রাচীন – পুরাতন

প্রান্তর – খোলা জায়গা

পার্বত্য – পাহাড়ি

ফ

ফটক – সদর দরজা

ফাঁকি – ধোঁকা

ফুঁড়ে – ভেদ করে

ফোকলা – দাঁতহীন

ব

বাদল – বৃষ্টি

বায়ু – বাতাস

বিখ্যাত – নামকরা

বিল – স্রোতহীন বড়ো জলাশয়

বিশ্বখ্যাত – দুনিয়া জুড়ে সুনাম আছে যার

বিশ্বমাঝার – পৃথিবীর মধ্যে

বীরত্ব – সাহসিকতা

বেতার যন্ত্র – বিনা তারে খবর পাঠানোর যন্ত্র

ম

মনিব – মালিক

মাজার – বিশেষ ব্যক্তির কবর

মিছিল – শোভাযাত্রা

মিনার – দালানের উঁচু চূড়া

মিহি – সরু, সূক্ষ্ম

মুক্ত – স্বাধীন

মুদ্রা – ধাতুর তৈরি পয়সা

মুয়াজ্জিন – যিনি আজান দেন

র

রটানো – ছড়ানো

রবি – সূর্য

রাঙা – রঙিন

রাজপথ – বড়ো রাস্তা

রাজার দরবার – রাজা যেখানে সভা করেন

রাত পোহানো – রাত শেষ হওয়া

রীতি – নিয়ম

শ

শিশুপার্ক – শিশুদের খেলার ও ঘোরার জায়গা

স

সংবর্ধনা – অভ্যর্থনা

সমাবেশ – একত্র অবস্থান

সমুদ্রপার – সাগরতীর

সহচর – সঙ্গী

সাধ – ইচ্ছা

সুয্যি – সূর্য

সেথা – সেখানে

সেপাই – সৈনিক

স্বচ্ছ – পরিষ্কার, নির্মল

স্রোত – পানির প্রবাহ

স্লোগান – দাবি আদায়ের জন্য উঁচু গলায় আওয়াজ

হ

হেলা – অবজ্ঞা

সমাপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা তৈরির নিয়ম

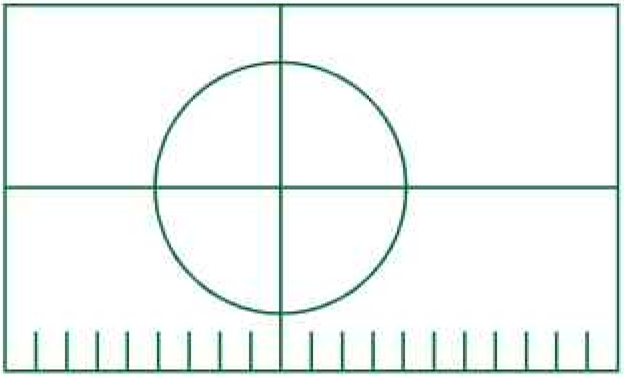

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আরেকটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

পতাকার মাপ

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি (২½' x ১½')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি–বাংলা

মিথ্যা সকল পাপের জননী।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য